# দুষ্মন্তের বিচার

শ্রীপরিমল গোস্বামী

[illegible]

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পারিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# নব সংস্করণের ভূমিকা

২১শে মার্চ ১৯৪৩ তারিখে দুষ্মন্তের বিচার প্রথম প্রকাশিত হয় এবং চার মাসের মধ্যেই সব ফুরিয়ে যায়। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা না ঘটলে গত বছরেই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হ'তে পারত।

ষ্টেজ-নিরপেক্ষ নাটকের পক্ষে এটা প্রায় আশাতীত বলা যেতে পারে। অভিনয়-মূল্যের চেয়েও এর যে একটি স্বতন্ত্র পাঠ-মূল্য আছে সেটা প্রথম সংস্করণ প্রকাশ সময়ে অনুমান মাত্র ছিল, প্রথম সংস্করণ দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ায় সে অনুমান সত্য প্রমাণিত হ'ল।

নব সংস্করণে দুষ্মন্তের বিচার বহু পরিমাণে পরিমার্জিত হয়েছে। একটা জিনিস এবারে আরও স্পষ্ট ব'লে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এর চরিত্রগুলো সবাই ছিল বাঙালী, কিন্তু কথাটা চাপা ছিল,—এবারে আর চাপা রইল না। তাতে ব্যঙ্গের মাত্রা কিঞ্চিৎ বাড়ল।

দুষ্মন্তের বিচার ৩০শে অক্টোবর ১৯৪২ তারিখে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রথম অভিনীত হয়। যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের নাম প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছিল—প্রথম-অভিনয়-ইতিহাসের খাতিরে নামগুলো নাটকের অঙ্গীভূত ক'রেই রাখা গেল।

৩৫-ডি কৈলাস বসু ষ্ট্রীট

কলিকাতা—২৭-৪-৪৪

শ্রীপরিমল গোস্বামী

শ্রীনরেন্দ্রকুমার পরামাণিক

## পুরুষ

| | |
|---|---|
| দুষ্মন্ত | অর্থ-সচিব |
| কণ্ব | ড্রাইভার |
| বিদূষক | ক্লীনার |
| বৈখান | লিপিকার |
| চরিত্র-সচিব | মেট্রনের ভাই |
| সীমানা-সচিব | পুরোহিত |
| কড়ি-সচিব | প্রহরী |

## স্ত্রী

| | |
|---|---|
| শকুন্তলা | মেট্রন |
| অনসূয়া | ছাত্রীগণ |
| প্রিয়ংবদা | পরিচারিকা |

নাটকের সমস্ত ঘটনা সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে শেষ।

# দুষ্মন্তের বিচার

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

সরোবর, সরোবরে পদ্মফুল। পুরোভূমিতে শাকসব্জীর ক্ষেত। জঙ্গল। শকুন্তলা আশ্রমের এক ধারে বসিয়া ছবি আঁকিতেছে, একটু দূরে কণ্ব সরোবরের ধারে সূর্য্য উপাসনা করিতেছেন। উপাসনা শেষে কণ্ব চলিয়া গেলেন, শকুন্তলা নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকিতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চুপে চুপে পিছনে দাঁড়াইয়া ছবি আঁকা দেখিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিল।

অনসূয়া—তাই তো বলি, শকুন্তলা গেল কোথায়!

শকুন্তলা—( চমকিয়া পিছনে চাহিয়া ) অনসূয়া! প্রিয়ংবদা! তোরা কখন এসেছিস কিছুই তো টের পাইনি! যা চমকিয়ে দিয়েছিস!

প্রিয়ংবদা—তা চমকাবার কথাই বটে! বসে বসে কি ছবি আঁকা হচ্ছে?

অনসূয়া—দেখি ছবি। (ছবি লইয়া কিছুক্ষণ দেখিয়া) তাই তো, বড় অদ্ভুত লাগছে। (একবার সরোবরের দিকে তাকাইল, একবার ছবির দিকে) কৈ, সামনে তো এ রকম কিছু দেখছি না। এ নিশ্চয় ঐ পদ্মফুলের ছবি। কিন্তু এ রকম পদ্মফুলও সংসারে আছে নাকি? দেখ তো প্রিয়ংবদা, কিছু বুঝতে পারিস কি না।

প্রিয়ংবদা—হ্যাঁ পদ্মফুলের ছবিই বটে। টানা টানা প্রকাণ্ড দুটো চোখ, মাথায় মুকুট, গায়ে রাজার পোষাক, পায়ে জরির জুতো, পদ্মফুল না হ'য়ে যায় না। এ বোধ হয় কাশ্মীরি পদ্ম!

শকুন্তলা—নে নে ঠাট্টা করিস না, ছবি ফিরিয়ে দে। আঁকা শেষ হয়নি।

প্রিয়ংবদা—কার ছবি আগে বল, নইলে ছবি দেওয়া হবে না।

শকুন্তলা—পদ্মফুলেরই ছবি। নয় কেন? জামা-জুতোর কথা কি বলছিস?

অনসূয়া প্রিয়ংবদার হাসি

হাসছিস কেন? দেখি ছবি। (ছবি টানিয়া দেখিয়া) এ কি! কিন্তু……আমি তো…পদ্মফুলের ছবি আঁকতেই বসেছিলাম। কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আমি কি স্বপ্নে ছবি আঁকছিলাম? যে স্বপ্নে মন ডুবে আছে, দিনে রাত্রে যে

স্বপ্ন দেখছি, একি সেই স্বপ্নেরই ছবি ? পদ্মের ছবির প্রথম রেখা টানতে গেলাম, রেখা টেনে নিয়ে চলল আমাকে। তারপর কি করেছি কিছুই মনে নেই। এখন দেখছি এক আশ্চর্য ব্যাপার।

অনসূয়া—কি সেটা ?

শকুন্তলা—এতকাল ছবি এঁকেছি নিজের ইচ্ছায়, আজ এই প্রথম দেখছি ছবি নিজের পথ নিজে ক'রে নিয়েছে। আমি উপলক্ষ মাত্র, আমার হাত ধ'রে আর কেউ ছবি আঁকিয়ে নিয়েছে। এতক্ষণ আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, কি ক'রেছি তাতে আমার কোনো হাত ছিল না।

প্রিয়ংবদা—তুমি সার্থক শিল্পী। কিন্তু সখি, লক্ষণ ভাল নয়। আশ্রমের নিয়ম ভাঙলে আমাদের চলবে না। এ ছবি তুমি লুকিয়ে রাখ, আশ্রমপতি কণ্বের চোখে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। কিন্তু ভাই শকুন্তলা, চুপে চুপে বল তো কার স্বপ্ন তুমি দেখছ দিনরাত ?

শকুন্তলা—স্বপ্নের কথা কি বলা যায় ? এই আশ্রমে থেকে সে কথা উচ্চারণ করাও অন্যায়। তুমি ভাই সে সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না।

প্রিয়ংবদা—( দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ) স্বপ্নই এই, সত্য হ'লে কোথায় লুকিয়ে রাখবে তাই ভাবি।

অনসূয়া—কি এমন বললে! সত্য লুকিয়ে রাখা ঢের সহজ। তার একটা মাপজোক আছে, ওজন আছে, কিন্তু স্বপ্নকে নিয়েই মুস্কিল। দেখ না, ছবি আঁকতে বসেছে সেখানেও এসে ধরা দিয়েছে।

শকুন্তলা—ছবির কথা আর তুলিস না। ছবি নিয়ে থাকলেই চলবে কিনা! ক'দিন পরে পরীক্ষা সেটা বুঝি আর মনে নেই?

প্রিয়ংবদা—আমি তো সংস্কৃতটা কিছুতেই সুবিধা করতে পারছি না। আচ্ছা ভাই, "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" তো তোমার পড়া হয়েছে, আমাকে একটু একটু পড়িয়ে দাও না।

অনসূয়া—আমার সংস্কৃত অংশটা তবু ভাল লাগে, কিন্তু মেয়েদের মুখের প্রাকৃত ভাষা পড়তে এমন হাসি পায়। "হলা সউন্দলে!"—বললে আমাদের শকুন্তলা মারতে আসবে।

শকুন্তলা—"অভিজ্ঞান শকুন্তলা" না হয় পড়িয়ে দেওয়া যাবে—কিন্তু অন্যগুলো? গান, নাচ, কৃষি, তাঁতবোনা, পশুপালন, এ সব ঠিক হ'য়ে গেছে তো?

প্রিয়ংবদা—কিছুই ঠিক নেই, চিন্তাও করছি না কিছু, যা হয় হবে।

অনসূয়া—আমারও প্রায় তাই। নাচটা কিছুতেই অভ্যাস হচ্ছে না। বড় ভয় হচ্ছে সে জন্যে।

শকুন্তলা—যদি রাজি থাক তা হ'লে শেখানোর কাজ এখনই আরম্ভ করতে পারি।

প্রিয়ংবদা—রাজি থাকব না কেন? তুমি যখনই শেখাবে তখনই রাজি। নিজের গরজে কিছুই শিখতে ইচ্ছে করে না। একটু খানি "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" পড়ে মনটা খারাপ হ'য়ে আছে।

শকুন্তলা—খারাপ হওয়ারই তো কথা। কি দুঃখই পেয়েছে শকুন্তলা। তার স্বামী তাকে চিনতে পারল না! তা শকুন্তলারও দোষ আছে ভাই। ও বড় নরম স্বভাবের। সেই জন্যেই তো রাজা ওকে অমন ক'রে অবহেলা করল!

অনসূয়া—কিন্তু রাজার তো দোষ নেই, মুনি শাপ দিয়েছিল, তাই চিনতে পারেনি।

শকুন্তলা—তুই থাম। তুই আর ঐ মুখপোড়া রাজার কথা আমার কাছে বলিস না, শুনলে হাড় জ্বলে যায়। কেবল পরীক্ষার জন্যে ঐ সব পড়তে হচ্ছে, নইলে বই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতাম।

প্রিয়ংবদা—আচ্ছা ও সব কথা থাক। যা করতে চাইলে তাই কর। আমাদের কৃষি নৃত্যটা ভাল ক'রে শিখিয়ে দাও।

শকুন্তলা—আমি তো শেখাতে চাইছি, তোরাই তো বাজে কথা কইছিস। জলের ঘড়াগুলো কোথায়?

অনসূয়া—এখানেই আছে।

শকুন্তলা—জল ভরে নিয়ে আয়।

প্রিয়ংবদা—এখুনি আনছি। ( দুই জনের প্রস্থান )

শকুন্তলা—( নিজের নাচটা ঠিক আছে কিনা দেখিতে লাগিল ) এসেছিস ?

অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার প্রবেশ

অনসূয়া—জল এনেছি।

শকুন্তলা—সার বেঁধে দাঁড়া। ( তিনজন পাশাপাশি দাঁড়াইল )

নাচ গান ও মাঝে মাঝে ঘড়া হইতে গাছে জল ঢালা

গান

সুরে সুরে আর তালে তালে
ভরা ভরা ঘড়া জল আনো ত্বরা ঢাল ধীরে ধীরে আলবালে।
অলাবু কুমড়া বেগুনের চারা
জল না পাইলে দিবে নাকো সাড়া,
মল্লিকা যুঁই জলের অভাবে ফুটিবে না আর ডালে ডালে।
জল যদি দাও বাড়িবে লঙ্কা, বাড়িবে বেগুন ঘুচিবে শঙ্কা,
পুণ্যের থলি এতেই ভরিবে ইহকালে আর পরকালে।

বৈখানের প্রবেশ

শকুন্তলা—কে ! বৈখান, আসুন।

বৈখান—শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, তোমরা বুঝি কৃষি-নৃত্য অনুশীলন করছ ? আমি দূর থেকে সুর শুনেই বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু মনে রেখো, তোমরা যত রকম নৃত্য শিখছ তার কোনটাই জীবনে দরকার হবে না। নৃত্য দরকার কেবল পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্যে। যেমন তোমার তাঁতবোনা, পশুপালন, সাহিত্য, ব্যাকরণ।

শকুন্তলা—এ সব জীবনে দরকার হবে না ?

বৈখান—না। সংসারে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে এ সব মিথ্যা। পরীক্ষার জন্যে যা যেটুকু শেখবার ভাল করে শেখ। আমি তোমাদের সময় নষ্ট করব না। আমি আসি।

শকুন্তলা—না বৈখান, আমাদের তাঁতের কাজ কিছু শিখিয়ে দিতে হবে।

বৈখান—এতক্ষণ নেচেছ, একটু বিশ্রাম কর, পরে শিখিয়ে দেব।

শকুন্তলা—না বৈখান। সব সময় কোনো কিছুতে লেগে না থাকলে—

মুখ নীচু করিল

বৈখান—বল, বল, শকুন্তলা, লেগে না থাকলে কি হয়, বল।

শকুন্তলা—একটা ভয়ে মন অস্থির হ'য়ে ওঠে।

বৈখান—ভয়! কিসের ভয় ?

শকুন্তলা—সে আমি জানি না, মনে হয় একটা লোক যেন আমাকে ধরতে আসছে, সে যেন এখান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে চায়।

বৈখান—লোকটার চেহারা কেমন ?

শকুন্তলা—বাইরে তার রঙীন সাজ, কিন্তু ঐ সাজের ভিতরে একটা আস্ত দুষমন।

বৈখান—( চিন্তিত ভাবে ) বল কি ?

প্রিয়ংবদা—বৈখান, সখী-শকুন্তলা যখন নিজের কথাটা বলেছে তখন আমার কথাও বলি। আমিও দেখতে পাই···যেন একটা লোক আসছে আমাকে ধরতে।

বৈখান—( আরও চিন্তিত ভাবে ) এ সব কি শুনছি। তুমি যাকে দেখছ তার চেহারা কেমন প্রিয়ংবদা ?

প্রিয়ংবদা—চেহারা বেশ, কিন্তু লোকটা চক্রী।

বৈখান—চক্রী ! কি ক'রে বুঝলে ?

প্রিয়ংবদা—তার হাতে থাকে এক চক্র—সে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় এখান থেকে।

বৈখান—বল কি প্রিয়ংবদা ! এ সব লক্ষণ তো ভাল নয়। অনসূয়া, তুমিও কি কাউকে দেখ ?

অনসূয়া—বলতে লজ্জা হয়, কিন্তু দেখি।···একটা অদ্ভুত লোক ·· স্বপ্নে দেখা দেয়। তার হাতে তেল। তাকে ধরার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তেলমাখা হাত পিছলে যায়। আর সে হাসতে থাকে।

বৈখান—তুমি অজানা লোককে ধরতে যাও কেন ?

অনসূয়া—কেন যাই আমি জানি না। স্বপ্নে কি করি কিছুই বুঝি না। জাগলে মন খারাপ হ'য়ে যায়।

শকুন্তলা—কৈ এ সব কথা তোরা আমাকে তো কখনও বলিস নি।

অনসূয়া—তুমিই কি তোমার কথা বলেছ এতদিন ?

প্রিয়ংবদা—এর অর্থ কি বৈখান ? আমাদের তিন জনেরই এ রকম হচ্ছে কেন ?

বৈখান—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ভয়ে আমার রক্ত হিম হ'য়ে আসছে। কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে একজন ক'রে লোক দেখছ, আর আমি এখন একা সেই তিন জনকে দেখছি।······

বৈখান চিন্তিত ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল

ভাল কথা, দেখি তোমাদের হাত। হাত দেখা ছাড়া আর এখন কিছুই তো ভাবতে পারছি না। শকুন্তলা, তোমার হাতখানা দাও তো।

নানা ভঙ্গীতে হস্তরেখা দেখিল

শকুন্তলা, তোমার স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ যাচ্ছে, সেই জন্যই বোধ হয় বিভীষিকা দেখছ।

শকুন্তলা—তা হবে।

প্রিয়ংবদা—কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য তে বেশ ভালই আছে, আমরা দেখছি কেন ?

বৈখান—শকুন্তলা, দেখি হাতখান আর একবার দাও তো। একটা রেখা দেখা হয়নি।

হাত দেখিল ও কাঁপিতে লাগিল

শকুন্তলা—এ কি! আপনি কাঁপছেন কেন?

বৈখান—না, কিছু না।

শকুন্তলা—না না, আপনি গোপন করছেন। বলুন বৈখান, সব খুলে বলুন, বলুন যা দেখেছেন নির্ভয়ে বলুন।

বৈখান—( উত্তেজিত ভাবে ) বলবার কিছু নেই, বলবার কিছু নেই—আশ্রমের সর্বনাশ হবে, ওঃ সে কথা কিছুতেই বলতে পারব না।

শকুন্তলা—না না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

বৈখান—শকুন্তলা, তোমাকে আর আমরা ধরে রাখতে পারব না—কিছুতেই পারব না।

প্রিয়ংবদা—কি হ'ল সখি, আমাদের কি সর্বনাশ হ'তে চলল।

অনসূয়া—বলুন বৈখান, আমাদের কি হ'ল?

বৈখান—আজই রাত্রে। ওঃ—আজই রাত্রে!

প্রিয়ংবদা—দেখুন তো আমাদের হাত।

বৈখান—দাও। ( প্রিয়ংবদার হাত দেখিল )

প্রিয়ংবদা—কি দেখছেন বলুন। ( বৈখান মুখ নীচু করিল )

অনসূয়া—আমার হাত দেখুন। ( দেখিল )

বৈখান—অদ্ভুত! অদ্ভুত! একই রেখা তিন জনের হাতে!

শকুন্তলা—একই রেখা তিন জনের হাতে! কি রেখা বৈখান?

বৈখান—মৃত্যু রেখা।

শকুন্তলা—আমরা আজ রাত্রে মারা যাব?

বৈখান—আজই রাত্রে।

এই সময় হঠাৎ বাইরে গোলমাল, "এদিকে" "এদিকে" চীৎকার—পর পর বন্দুকের আওয়াজ—কুকুরের কেঁউ কেঁউ শব্দ—বৈখান চীৎকার করিয়া উঠিল।

বৈখান—ঐ ঐ বুঝি সর্বনাশ ভেঙে পড়ল আশ্রমের উপর—শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, তোমরা পালাও, পালিয়ে যাও এখান থেকে—পালিয়ে যাও ঘরে।

"যাচ্ছি যাচ্ছি" বলিয়া তিন জন দ্রুত প্রস্থান করিল। বন্দুক হাতে দুষ্মন্তের প্রবেশ। পশ্চাতে বিদূষক। দুষ্মন্ত চঞ্চল। তার গায়ে ইংলিশ শিকারের পোষাক।

দুষ্মন্ত—কুকুরটা গেল কোথায়? এই দিকেই তো এল মনে হ'ল। গুলি দাও।

বৈখান—আপনি! আমাদের মহারাজ!

দুষ্মন্ত—আপনি কে? সরে যান, নইলে আপনিও মারা পড়বেন।

বন্দুক লক্ষ্য করিল

বৈখান—উত্তেজিত হবেন না মহারাজ।

দুষ্মন্ত—আপনার আদেশ পালন করতে এখানে আসিনি। কি বল বিদু?

বিদূষক—আজ্ঞে হ্যাঁ। মুনি ঠাকুর, আমাদের মহারাজ এখানে এসেছেন কর্তব্যের আদেশ পালন করতে।

বৈখান—কুকুর হত্যা কি মহারাজের কর্তব্য?

দুষ্মন্ত—তর্ক করবেন না, আমার উত্তেজনা আরো বেড়ে যাবে।

বিদূষক—উত্তেজিত হওয়া মহারাজের একটি প্রধান কর্তব্য!

বৈখান—উত্তেজনার কিছুই নেই। সামান্য কুকুরের গায়ে গুলি নিক্ষেপ করা আর তুলারাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করা প্রায় এক।

দুষ্মন্ত—তার মানে আপনি বলতে চান কুকুরটি স্কাই টেরিয়ার কিংবা ইয়র্কশায়ার টেরিয়ার? কুকুর চেনেন আপনি? তুলোর কথা বললেন, এই কুকুরগুলো দেখলে মনে হয় বটে এক এক রাশ তুলো। কিন্তু আপনার কুকুর কি তাই?

বৈখান—আজ্ঞে না, ওটা দেশী কুকুর।

দুষ্মন্ত—তবে? কেন তবে মিছে কথা বলছেন?

বৈখান—আমি অসহায়তার দিক দিয়ে বলছিলাম।

বিদূষক—মুনি ঠাকুর, মহারাজের চরিত্র জানেন না, তাই অসহায়তার কথা তুলছেন। সহায়হীনকে কোনো মহারাজ খাতির করেন না।

দুষ্মন্ত—তোমাকে আমি খাতির করি না ?

বিদূষক—আজ্ঞে স্বয়ং মহারাজ আমার সহায় বলেই খাতির করেন।

দুষ্মন্ত—খুব ওস্তাদ হয়েছ দেখছি। তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।—শুনুন মুনি ঠাকুর, আমি বন্দুক নিয়ে কুকুর তাড়া করেছি তাতে আপনি আপত্তি করছেন কোন সাহসে ? এখানকার অরণ্যে কোনো জন্তু নেই কেন ? সে কি আমার দোষ ? কোথাও জন্তু না পেয়ে ঠিক করেছি এখন যাকে সামনে পাব তাকেই গুলি করব। আপনাকে দেখেও লোভ হচ্ছে।

বিদূষক—লোভনীয় বস্তুর প্রতি লোভ হওয়া লোভী ব্যক্তির স্বভাব। এতে আপত্তির কিছু নেই। আপনাকে দেখে কার না লোভ হবে !

বৈখান—আপনার পরিচয়টা তো —

বিদূষক—অতি সামান্য। আমাকে মহারাজ বিদু ব'লে ডাকেন, বি-দূ-ষ-ক উচ্চারণ করতে বোধ হয় ওঁর কষ্ট হয়।

বৈখান—দেখুন, মহারাজকে কোনো কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনি দয়া ক'রে ওঁকে বলুন—আশ্রমের ঐ একমাত্র কুকুর।

দুষ্মন্ত—আশ্রমের কুকুর ! কি আশ্রম এটা ? কুকুর-আশ্রম ?

বৈখান—আজ্ঞে না, অ-নাথ আশ্রম। বহুকাল এইখানে আছে।

দুষ্মন্ত—বলেন কি! আমার জমিদারিতে আশ্রম, অথচ আমি জানি না?

বিদূষক—এতে বিস্ময়ের কি আছে মহারাজ? এইটেই তো স্বাভাবিক। আপনার জমিদারিতে আছে ব'লেই জানেন না। অন্যের জমিদারিতে থাকিলে এর নাড়ী-নক্ষত্র আপনার জানা থাকত।

বৈখান—আরও কথা হচ্ছে, মহারাজ এই আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট।

দুষ্মন্ত—এটা একটুখানি বাড়াবাড়ি হ'ল কিন্তু। আমি প্রেসিডেণ্ট অথচ আমি জানি না? বিদূ—

বিদূষক—শাস্ত্রে বলেছে আত্মানং বিদ্ধি। অর্থাৎ নিজেকে জানো। কেন বলেছে জানেন তো? কারণ নিজেদের সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান সবচেয়ে কম। এতে অবাক হচ্ছেন কেন মহারাজ?

বৈখান—আজ্ঞে আপনি যে এই আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট সেটা না জানলেও চলে। নিয়ম হচ্ছে, যিনি আমাদের মহারাজ, তিনিই আমাদের প্রেসিডেণ্ট।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে কুকুরটাকে তাড়া করা আমার কিছু অন্যায়ই হয়েছে, কি বলেন?

বৈখান—না, আপনার অন্যায় হয়েছে এমন কথা আমি বলতে পারব না।

দুষ্মন্ত—আশ্রমের আয় কত? ক্যাশ কার কাছে থাকে?

বৈখান—আয় খুব বেশি নয়, চাঁদা সংগ্রহ ক'রে চলে, টাকা থাকে আমাদের আশ্রমপতি কণ্বের কাছে।

দুষ্মন্ত—বিদূ—

বিদূষক—আজ্ঞে মহারাজ।

দুষ্মন্ত—ক্যাশিয়ার হচ্ছেন কণ্ব।

বিদূষক—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।

বৈখান—মহারাজ, আপনার অসীম দয়া। আপনি কুকুরের প্রতি এবং আমার প্রতি দয়া প্রকাশ ক'রে দুজনকেই কৃতার্থ ক'রেছেন। এখন আমার একটি অনুরোধ রাখুন। দৈববশত যদি এসেই পড়েছেন তখন একটু বিশ্রাম লাভ করুন।

দুষ্মন্ত—( উত্তেজিত হইয়া ) বিশ্রাম! রাজকার্যে বিশ্রাম! রাজকার্য সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণাই নেই দেখছি।

বিদূষক—মহারাজ, রাজকার্য তো স্থগিত রাখলেন, আর সেজন্য অদৃশ্য কুকুরের কৃতজ্ঞতা আপনি লাভ করেছেন। এখন একটুখানি বসতে আপত্তি কি? আপনার পা দুখানা তো মহারাজ নয়, ওদের তো বিশ্রাম দরকার।

দুষ্মন্ত—মানে তুমি একটু বিশ্রাম করতে চাও, সে কথা বললেই হয়।

বিদূষক—আজ্ঞে বললে সব সময় হয় না।

দুষ্মন্ত—একটুখানি বসতে আমার আপত্তি নেই। দেখুন মুনি ঠাকুর, একটু চা খাওয়াতে পারেন?

দুষ্মন্ত কাঠের গুঁড়ির উপর বসিল

বৈখান—ও কি করছেন মহারাজ, গাছের গুঁড়ির উপর বসছেন কেন? এটা কি আপনার যোগ্য আসন? উঠুন, উঠুন, এখান থেকে উঠুন।

দুষ্মন্ত—কিছু যায় আসে না, আমি স্পোর্টসম্যান।

সিগারেট ধরাইল

বিদূষক—রাজা হচ্ছেন ভূপতি, কাজেই ভূপৃষ্ঠে যেখানে হোক ওঁর বসার অধিকার আছে। আপনি শুধু ওঁকে এক পেয়ালা চা এনে দিন।

বৈখান—এই তপোবনে তো চায়ের কোনো বন্দোবস্তই নেই। এখানে দুধ ছাড়া আর কোনো পানীয় চলে না। যদি অনুমতি করেন—

দুষ্মন্ত—( লাফাইয়া উঠিয়া ) দেখুন, এখানে অপমান হ'তে আসিনি। আমিই যদি এ আশ্রমের প্রেসিডেন্ট, তা হ'লে এ অপমান আমি ক্ষমার অযোগ্য মনে করি।

বৈখান—কি হ'ল মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন, না জেনে যদি কিছু—

দুষ্মন্ত—না জেনে মানে? যে অপমান আপনি আমাকে করলেন

সেটা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে। এর প্রতিশোধ আমি নেব, আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

বৈখান—কি ভাবে অপমান করলাম কিছুই তো বুঝতে পারছি না মহারাজ।

বিদূষক—অপমান করতে হ'লে কিছু বোঝার দরকার হয় না।

দুষ্মন্ত—কি অপমান করেছেন সেটা আপনিই ভাল জানেন। আমাকে দুধ খেতে বলেছেন!

বৈখান—দুধ খেতে বলা অপমান!

দুষ্মন্ত—তার মানে কৌশলে আমাকে শিশু বলেছেন।

বিদূষক—এবারে বুঝতে পেরেছেন কোন পথে অপমান করেছেন?

বৈখান—মহারাজ, আমাকে মার্জনা করুন।

দুষ্মন্ত—মার্জনা করতে পারি একটি সর্তে।

বৈখান—কি সর্তে?

দুষ্মন্ত—যদি কিছু সোমরস আমাকে খাওয়াতে পারেন তা হ'লে অপমান ভুলতে রাজি আছি। এটা যখন ঋষির আশ্রম, তখন নিশ্চয় এখানে সোমরস আছে।

বৈখান—সোমরস তো দেবতাদের পানীয়।

দু—ঋষিদের সঙ্গে দেবতাদের যোগাযোগ আছে। দেবতারা বেড়াতে এলে কি দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন? তাঁরা কি শোষণ করেন আপনাদের কাছ থেকে?

বৈখান—দেবতারা এখানে আসেন না, এলেও অদৃশ্য হ'য়ে থাকেন। তা ছাড়া তাঁরা শোষণ করবেন কেন?

দুষ্মন্ত—ওটা দেবতাদেরই পেশা। আপনারা অত্যন্ত প্রাচীন, শোষণ ব্যাপারটিই আপনারা বোঝেন না!

বৈখান—আজ্ঞে না।

দুষ্মন্ত—তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তা হ'লে তার ফরম্যুলাটা দিন। কি কি উপাদানে তৈরি হয় জানতে পারলেও আমার চলবে।

বৈখান—সেও আমাদের জানা নেই।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে কিছুই দেবেন না?

বৈখান—দেব কোত্থেকে মহারাজ?

দুষ্মন্ত—ও সব চালাকি আমি শুনব না, দেবেন কিনা সোজা বলুন। যদি ভাল চান তো একটি বোতলও বার করুন, ফরম্যুলা না হয় নাই দিলেন।

বৈখান—( অস্থির ভাবে ) বুঝতে পারছি সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। মহারাজ, অমঙ্গলের চিহ্ন চারদিকে ফুটে উঠেছে, কাকে বাঁচাই, কাকে এ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করি—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিদূষক—আপনি সুখে আছেন, এ সংসারে যত বেশি বোঝা যায় ততই দুঃখ।

বৈখান—না না মহারাজ, আপনি আমাদের সর্বনাশ করবেন না। আমি আমাদের আশ্রমপতিকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি

তাঁর সঙ্গে আলাপ করুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। ( প্রস্থান )

বিদূষক—মহারাজ, অতটা বিচলিত হওয়া আপনার ঠিক হয়নি।

দুষ্মন্ত—সামলাতে পারি না নিজেকে।

অন্তরালে "মহারাজ দুষ্মন্ত" শব্দ—ড্রাইভার ও ক্লীনারের প্রবেশ।
ড্রাইভারের হাতে স্টিয়ারিং হুইল, ক্লীনারের হাতে এক টিন মবিল অয়েল।

ড্রাইভার—এই যে মহারাজ, আমরা সমস্ত জঙ্গল খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথাও আপনাদের দেখা পাচ্ছি না।

দুষ্মন্ত—তোমার হাতে ওটা কি ড্রাইভার ?

ড্রাইভার—বিপথে গাড়ি চালানোর শাস্তি। গাছে ধাক্কা লেগে গাড়ি গুঁড়ো হ'য়ে গেছে, বেঁচেছে এই স্টিয়ারিং হুইলটা।

বিদূষক—তুমি তো বেশ সুস্থ আছ দেখছি।

ড্রাইভার—আমি সে গাড়ীতে ছিলাম না। যে ছিল তাকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না।

দুষ্মন্ত—যাক তা হ'লে সে বেঁচে আছে। তোমার হাতে ওটা কি, ক্লীনার ?

ক্লীনার—এই এক টিন মবিল অয়েল বেঁচেছে।

দুষ্মন্ত—আমার অন্য গাড়িগুলো ঠিক আছে তো ?

ক্লীনার—আজ্ঞে, আর কোনো গাড়ির অনিষ্ট হয়নি।

দুষ্মন্ত—তোমরা তাঁবুতে ফিরে যাও। আমাদের যেতে একটু দেরি হবে। স্টিয়ারিং হুইলটা হারিও না।

ড্রাইভার—এটা আমি হাতে ক'রেই রাখছি।

দুষ্মন্ত—যাও ফিরে তাঁবুতে। আর আমার বন্দুকটা নিয়ে যাও।

ড্রাইভার—যথা আজ্ঞা মহারাজ। (উভয়ের প্রস্থান)

কণ্বের প্রবেশ

কণ্ব—মহারাজ দুষ্মন্ত! নমস্তে। আমি আশ্রমপতি।

দুষ্মন্ত—নমস্তে। ( উভয়ে উভয়ের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল )

কণ্ব—আমাদের বহু পুণ্যফলে আপনার দেখা পেয়েছি। আশ্রম ধন্য হয়েছে।

দুষ্মন্ত—তা নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু আপনারা আমাকে ধন্য করেননি। আপনারা আমার কথা অগ্রাহ্য করেছেন।

কণ্ব—আপনার কোনো ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা এখানে অপূর্ণ থাকবে না। বলুন কি আপনার কথা।

দুষ্মন্ত—চা খেতে চেয়েছিলাম খাওয়াননি, সোমরসের ফরমুলা জানতে চেয়েছিলাম জানাননি।

কণ্ব—এর কোনটাই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা নয়।

দুষ্মন্ত—তার মানে?

কণ্ব—উদ্ধত ভাবে কথা বলবেন না মহারাজ।

বিদূষক—আশ্রমপতির মতো বিনীত এবং নরম সুরে কথা বলুন মহারাজ।

কণ্ব—আপনি মহারাজ হ'লেও ছেলেমানুষ। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে বিনীতভাবে কথা বলাই মহারাজের পক্ষে শোভনীয়।

দুষ্মন্ত—( করুণভাবে কণ্বের চোখের দিকে চাহিয়া ) দেখুন, ইতিপূর্বে আপনাদের একজন আমাকে দুধ 'অফার' করেছেন, তারপর আপনিও বলছেন আমি ছেলেমানুষ, আমার বয়স কি আপনাদের তুলনায় এতই কম ?

কণ্ব—আমার বয়স দেড়শ বছর, বৈখানের একশ পঁচিশ।

দুষ্মন্ত—বুঝেছি।

কণ্ব—( বিদূষককে ) আপনিও আমার সামনে ফাজিলের মতো ব্যবহার করবেন না।

বিদূষক—বলছেন যখন, করব না।

কণ্ব—আচ্ছা মহারাজ, আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য ?

দুষ্মন্ত—উদ্দেশ্য এমন বিশেষ কিছু নেই, হঠাৎ এসে পড়েছি—ভাল ব্যবহার পেলে ভবিষ্যতে আরও আসতে পারি।

কণ্ব—কুকুর মারতে এসেছিলেন ?

বিদূষক—মহারাজের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবেন না, আশ্রমপতি।

কণ্ব—মহারাজের ধর্ম কুকুর মারা ?

বিদূষক—শুধু কুকুর নয়।

কণ্ব—আশ্রম দেখতে চান মহারাজ ?

দুষ্মন্ত—নিশ্চয়। আশ্রম দেখব, আশ্রমের খাতাপত্র দেখব, তা ছাড়া আমার একটি মতলবও আছে।

বিদূষক—আপনার জিজ্ঞাসার আগেই বলি, সেটা হচ্ছে মহারাজের শোষণ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় ফেললে আশ্রমের

মুনাফা বেড়ে যাবে। এবং ঐ সঙ্গে আপনারা যথারীতি শুকিয়ে উঠবেন।

কণ্ব—বটে! কিন্তু মুনাফা বৃদ্ধির দরকার নেই আপাতত। তবে আপনি প্রেসিডেণ্ট হিসেবে এর খাতাপত্র সব সময়েই দেখতে পারেন।...অবসর মতো সে সব দেখাব। আপাতত আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, ফিরে আসতে দেরি হবে না। ইতিমধ্যে আপনি ঘুরে ঘুরে আশ্রমটা দেখুন।

দুষ্মন্ত—সেটা মন্দ বলেননি। চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকা আমার ধাতে নেই।

কণ্ব—তবে একটিমাত্র অনুরোধ আছে। আপনি অন্য সব জায়গা ঘুরুন, কেবল আশ্রমের দক্ষিণপূব কোণে যাবেন না।

দুষ্মন্ত—কেন?

কণ্ব—সে কথা এখন বলবার নয়। পরে বলব। মোটকথা যাবেন না। আচ্ছা তা হলে আসি। (প্রস্থান)

দুষ্মন্ত—একটি কথা শুধু বলে যান। ক'বিঘে জমির উপর এই আশ্রম?

কণ্ব—(অন্তরাল হইতে) ত্রিশ বিঘে।

দুষ্মন্ত—বিদু—

বিদূষক—আজ্ঞে মহারাজ।

দুষ্মন্ত—ত্রিশ বিঘে।

বিদূষক—আজ্ঞে ত্রিশ বিঘে।...

পাঁচজন মুনি :—সীমানা-সচিব, চরিত্র-সচিব; কড়ি-সচিব, অর্থ-সচিব ও লিপিকারের প্রবেশ। সীমানা-সচিব গজকাঠির সাহায্যে মহারাজের পা পর্যন্ত জমি মাপিল। তাহারা দুষ্মন্ত ও বিদূষককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের কতব্য করিতে লাগিল।

আপনারা কে এলেন? সংখ্যায় দেখছি পাঁচজন—পঞ্চবাণের মতো সোজা ঢুকে পড়লেন দেখছি।

সীমানা সচিব—( চীৎকার করিয়া ) চারশো ফুট। লেখ।

লিপিকার—চাবশো ফুট ( খাতায় নোট করিল )। লিখেছি।

কড়ি-সচিব—( ফস করিয়া মহারাজের পকেটগুলিতে হাত দিয়া ) পকেট শূন্য।

লিপিকার—শূন্য ( নোট করিল )। লিখেছি।

চরিত্র-সচিব—( দুষ্মন্তের মুখের দিকে চাহিয়া ) মন চঞ্চল। লেখ।

লিপিকার—চঞ্চল ( নোট করিল )। লিখেছি।

অর্থ-সচিব—চরিত্র রহস্যময়।

লিপিকার—রহস্যময়। ( লিখিল ) লিখেছি।—

সীমানা-সচিব—চল এবার। ( মুনিদের প্রস্থান )।

দুষ্মন্ত—এর মানে কি বিদু—?

বিদূষক—আশ্রমের সব ব্যাপার, মানে করার চেষ্টা করা বৃথা।

দুষ্মন্ত—তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ?

বিদূষক—বুঝি সবই মহারাজ, কিন্তু সে সব কথা বলে আর কি লাভ?

দুষ্মন্ত—কি বোঝ?

বিদূষক—তিমিংগিলের কথা শুনেছেন ?

দুষ্মন্ত—শুনেছি বৈকি।

বিদূষক—আপনাকে তিমি মনে ক'রে তিমিংগিলরা এসেছিল, কিন্তু শুঁকে দেখে বুঝতে পেরেছে আপনি তিমিংগিলগিল।

দুষ্মন্ত—( খুব খানিকটা হাসিয়া ) তা হ'লে খুব জব্দ হ'য়েছে ওরা ! কিন্তু বিদু, আশ্রমপতি আমাকে দক্ষিণপূব কোণে যেতে নিষেধ করলেন কেন ?

বিদূষক—ও দিকটা বোধ হয় চিড়িয়াখানা।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে সেই দিকেই তো আগে যেতে বলা উচিত ছিল।

বিদূষক—না, তিনি ঠিকই করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন ও দিকে গেলে আপনি লোভ সামলাতে পারবেন না।

দুষ্মন্ত—তার মানে, আমি সব জন্তু জানোয়ার খেয়ে ফেলব ?

বিদূষক—আজ্ঞে সেইটাই বেশি সম্ভব। এখানে জন্তু নেই কেন, এ প্রশ্ন আপনিই তুলেছেন।

দুষ্মন্ত—কিন্তু আমিই তো এই আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট। আমি এর উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম—সব দিকের প্রেসিডেণ্ট। আমি এখানে যা ইচ্ছে করব। আমি যাবই দক্ষিণপূব কোণে, দেখি কে ঠেকায়। আশ্রম-পতির চালাকি আমি মানব না।

বিদূষক—নিতান্তই যাবেন মহারাজ ?

দুষ্মন্ত—( উত্তেজিত ভাবে ) নিতান্তই যাব।

বিদূষক—তবে চলুন।

দুষ্মন্ত—একটা কথা তোমাকে আগেই ব'লে রাখি। আমি যে বাঙালী তা কিন্তু এখানে কাউকে প্রকাশ ক'রো না।

বিদূষক—আজ্ঞে, আপনার ব্যবহারে ওঁরা যদি টের পান ?

দুষ্মন্ত—সে দায়িত্ব তোমার নয়। এখন চল।

দুই চারি পা গিয়া বিদূষক একটা গাছের দিকে চাহিয়া থামিল

মহারাজ, দেখুন দেখুন, অদ্ভুত এক জিনিস দেখুন।

বিদূষক কাঁপিতে লাগিল

দুষ্মন্ত—( ফিরিয়া ) কি বল তো ?

বিদূষক—( গাছের দিকে দেখাইল ) এই দেখুন। বেশ সন্দেহজনক ব'লে মনে হচ্ছে।

দুষ্মন্ত—তাই তো! গাছের গায়ে কেটে কেটে সব নাম লিখে রেখেছে। শ কু-ন্ত-লা, অ-ন-সূ-য়া, প্রি-য়ং-ব-দা।...ব্যাপার কি ? আশ্রমে মেয়েরাও আছে নাকি ?

বিদূষক—( কাঁপিতে কাঁপিতে ) ভয়ে আমার গা কাঁপছে।

দুষ্মন্ত—ভয় কেন ?

বিদূষক—মেয়েরা আছে সন্দেহ ক'রে।

দুষ্মন্ত—তাতে ভয়টা কি ?

বিদূষক—আজ্ঞে আপনার প্রাসাদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাতে প্রায় নব্বুইটি কক্ষ তৈরি করা হয়েছে, এর পর কক্ষ বাড়াতে গেলে সমস্ত প্রাসাদটাই নতুন করে তৈরি করতে হবে।

দুষ্মন্ত—রসিকতার সময় নেই এখন—

বিদূষক—নাম তিনটি যে রসে ভরা।

দুষ্মন্ত—বাজে কথা এখন রাখ—চল দক্ষিণপূব কোণে।

প্রস্থান

কণ্ব, সীমানা-সচিব, চরিত্র-সচিব, কড়ি-সচিব ও অর্থ-সচিবের প্রবেশ

কণ্ব—বুঝলে কিছু কড়ি?

কড়ি-সচিব—বুঝেছি আশ্রমপতি। মহারাজের বাইরেই যত জাঁক, ভিতরটা বোধ হয় ফাঁকা।

কণ্ব—চরিত্র-সচিব, তোমার কি মনে হয়?

চরিত্র-সচিব—আমিতো মহারাজকে দেখেই সন্দেহ করেছি। আমার মনে হচ্ছে ওঁকে নিষেধ ক'রে কিছু ঠেকানো মুস্কিল হবে।

কণ্ব—আমার উদ্দেশ্য কিছু বুঝেছ?

চরিত্র-সচিব—কিছু কিছু বুঝেছি, সম্পূর্ণ নয়।

কণ্ব—ওঁকে ঠেকানোর ইচ্ছে নেই আমার। শোন তোমরা। মহারাজকে বলেছি, 'আমি বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি—আপনি আশ্রমটা ঘুরে ঘুরে দেখুন।' এই ধাপ্পাটি দিতে হ'ল। তার কারণ, এতে মহারাজ আশ্রমে খুব নিশ্চিন্তভাবে চলাফেরা করতে পারবেন।

সীমানা-সচিব—কিন্তু এতখানি জায়গায় কি তিনি হেঁটে হেঁটে বেড়াবেন?

কণ্ব—মনে হচ্ছে সে জোরও আমি তাঁর পায়ে এবং মনে দিয়ে দিয়েছি।

চরিত্র-সচিব—কি রকম ?

কণ্ব—তাঁকে বলেছি, আশ্রমের দক্ষিণপূব কোণে যাবেন না।

কড়ি-সচিব—আমি বুঝতে পেরেছি আপনার উদ্দেশ্য। এ কথায় মহারাজ যেমন করেই হোক দক্ষিণপূব কোণে যাবার চেষ্টা করবেন।

কণ্ব—এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আইন অমান্য করার দিকে ঝোঁক তাঁর খুবই বেশি। সেই জন্যেই তাঁকে নিয়ে খেলানোর সুবিধে হবে। কিন্তু খুব সাবধান।

সীমানা-সচিব—আপনি যে ভাবে বলবেন, আমরা ঠিক সেই ভাবেই চলব।

কণ্ব—মহারাজের মনে ধীরে ধীরে আইন অমান্যের উৎসাহ জাগাতে হবে, এবং ক্রমাগত বুঝিয়ে দিতে হবে—তিনি যা চান তা পাওয়া সহজ নয়।

চরিত্র-সচিব—তাহলে তো বিচারক সঙ্ঘের হাতেই ওঁকে পড়তে হবে।

কণ্ব—নিশ্চয়ই। এবং সেই জন্যই তো তোমাদের ডেকেছি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহারাজের সঙ্গে শকুন্তলার বিয়ে দেওয়া। আর অনসূয়া প্রিয়ংবদা, এদেরও ব্যবস্থা বোধকরি ঐ সঙ্গেই হয়ে যাবে।

সীমানা-সচিব—কিন্তু বৈখানের কাছে এখনি শুনলাম শকুন্তলা অনসূয়া প্রিয়ংবদার আজ মৃত্যুযোগ।

কণ্ব—ঠিকই বলেছে সে। আমার ধারণা মৃত্যুযোগ মানেই বিবাহযোগ। বিশেষ ক'রে হিন্দুবিবাহ। এই নিয়ে আমি অনেক গবেষণা করেছি, তার ফলে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'য়েছে যে স্বয়ং বিধাতা এইভাবে বিবাহিতদের মৃত্যু দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই ওদের মৃত্যুযোগের কথায় ভয় পেয়ো না।

সীমানা-সচিব—তা হ'লে তো কোনো কথাই নেই—মহারাজের ড্রাইভার আর ক্লীনারকে দেখেছি। মন্দ হবে না যদি ঘটাতে পারা যায়।

কড়ি-সচিব—তবে পদমর্যাদায় ওরা একটু খাটো হ'ল!

চরিত্র-সচিব—তা হোক। চরিত্রের দিক দিয়ে তারা খুব খারাপ নয়। অন্তত মহারাজের চেয়ে খারাপ নয়। মানে তাঁর চেয়ে ভালই মনে হয়।

কড়ি-সচিব—তুমি চরিত্র-সচিব হ'য়ে হয় তো চরিত্রটাই বড় ক'রে দেখছ, কিন্তু তাই ব'লে এ কথা ভুলো না যে চরিত্রই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়।

চরিত্র সচিব—কেন, কড়ি-সচিব হিসেবে কি তুমি বলতে চাও টাকাই মানুষের পরিচয়?

কড়ি সচিব—আমি বলতে চাই, চরিত্র থাক না, কিন্তু সেই সঙ্গে টাকাও থাকা চাই।

কণ্ব—চরিত্র, টাকাকড়ি, ও দুটোই কিছু না। দেখতে হবে

বাজারে নাম আছে কি না। মনে রেখো মেয়ে তিনটেকে পার করতে হবে। ওরা যে রকম ফুল লতাপাতা পুষছে তাতে বেগুন লঙ্কা সিম বেশি দিন চলবে না।

অর্থ-সচিব—কিন্তু আশ্রমের নিয়ম ভাঙা চলবে তো?

কণ্ব—তিনটি মেয়ে আমাদেরই একান্ত আশ্রিত। ওদের জন্যে আমি আশ্রমের নিয়ম ভাঙতে রাজি আছি। যেমন ক'রে হোক আজই ওদের বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে হবে।

অর্থ-সচিব—তা হ'লে এখন আমাদের কর্তব্য কি?

কণ্ব—যেমন ক'রে হোক মহারাজকে বোঝাতে চেষ্টা কর তিনি প্রতিপদে অন্যায় করছেন, কিন্তু ঐ সঙ্গে সব রকম অন্যায় যাতে করতে পারেন সে রকম সুযোগও দাও। মানে সুযোগ দাও আর ক্রমাগত ভয় দেখাও। একটা বিষয় শুধু লক্ষ্য রেখো, হাতাহাতি যেন না হয়।

সীমানা-সচিব—আমরা নিজেরাই করব এ সব?

কণ্ব—হ্যাঁ, এক কাজ কর। মহারাজ যেখানে যাবেন তাঁকে গোপনে অনুসরণ কর এবং আড়াল থেকে দৈববাণী শোনাও মাঝে মাঝে।

সীমানা-সচিব—এ প্রস্তাব খুব ভাল, এ বেশ মজার হবে। কিন্তু কি রকম দৈববাণী শোনাব?

কণ্ব—সেইটে আমি ভেবে ঠিক করি। তোমরা এখন গিয়ে মহারাজের গতিবিধির উপর নজর রাখ। চালে যেন কোনো

ভুল না হয়। আমার সব কিছু নির্ভর করছে এরই উপর।

সীমানা-সচিব—আচ্ছা, তা হ'লে আমরা চললাম।

প্রস্থান

কণ্ব একা চিন্তা করিল এবং খুশী হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহাকে ঘোর চিন্তান্বিত বোধ হইল। এমন সময় মেট্রনের প্রবেশ।

কণ্ব - কি মেট্রন, কি সংবাদ ?

মেট্রন—( কুণ্ঠিতভাবে ) আশ্রমপতি, কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

কণ্ব—গুরুতর কিছু ?

মেট্রন - এক দিক দিয়ে গুরুতর বলতে পারেন।

কণ্ব—এক দিক দিয়ে হ'লে এখন চলবে না মেট্রন,—সবদিক দিয়ে গুরুতর হওয়া চাই, নইলে এখন শুনতে পারব না।

মেট্রন—আপনার কথা বুঝতে পারছি না আশ্রমপতি, আপনার মুখ দেখে ভয় হচ্ছে।

কণ্ব—শুনুন, এখন যা কিছু এখানে ঘটছে, তার প্রত্যেকটি সব দিক দিয়ে গুরুতর। সব দিক দিয়ে গুরুতর না হলে এখন আপনার কথা শুনতে পারব না।

মেট্রন—( সলজ্জ ভাবে ) আশ্রমের আটা ফুরিয়েছে। নুন তেলও নেই।

কণ্ব—আটা নুন তেলের চেয়ে গুরুতর কিছু বলতে পারলেন না মেট্রন !

মেট্রন—আপনি এ সব কি বলছেন, আশ্রমপতি! আটা ফুরিয়েছে শুনেও আপনি বিচলিত হচ্ছেন না?

কণ্ব—মোটেই না! ফুরিয়েছে, বেশ হয়েছে। আটার আর দরকার নেই।

মেট্রন—মাসের শেষ এখন, দরকার না হ'লে কখন দরকার হবে?

কণ্ব—আর বোধ হয় ও সব কেনার দরকার হবে না মেট্রন।

মেট্রন—তা হ'লে সবাই না খেয়ে মরবে এখন থেকে?

কণ্ব—খাওয়াটাই সংসারে বড় কথা নয়। শুনুন আপনি। আশ্রমের একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বোধ হয় আশ্রম বন্ধ করতে হবে।

মেট্রন—কেন, কেন আশ্রমপতি? আশ্রমের কি সর্বনাশ হ'ল?

কণ্ব—সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যার যতটুকু আয়ু—আয়ু ফুরিয়ে গেলেই সব শেষ হ'য়ে গেল।

মেট্রন—( কাঁদিয়া ) এক মাসের নোটিসও পেলাম না—এখন আমি কোথায় যাব?

কণ্ব—এক মাসের নোটিস! কিসের নোটিস?

মেট্রন—চাকরির গো চাকরির। আমি হঠাৎ এখান থেকে গিয়ে চাকরি পাব কোথায়?

কণ্ব—আপনি এখন যান, যান। সে সব কথা পরে হবে। আমার ভয়ানক সব ব্যাপার ভাবতে হচ্ছে—এখন আমার মোটেই সময় নেই।

মেট্রন—কি নিষ্ঠুর আপনি। আপনার শরীরে দয়া মায়া নেই, কিছু নেই !

কণ্ব—বহু দিন নেই। কিন্তু আপনি এখন কেঁদে-কেটে আমার মাথা খারাপ ক'রে দেবেন না। আপনার সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় বিবেচনা করব। আপনি এখন এখান থেকে যান।

মেট্রন—বিবেচনা করবেন ? সত্যিই ? আচ্ছা·· তা হ'লে আমি যাচ্ছি। তবে আশ্রমপতি, আটা না হোক, কিছু ছাতু এ বেলার মত আনিয়ে দিন।

কণ্ব—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি গিয়ে ছাতুর ব্যবস্থা করছি।

সীমানা-সচিবের প্রবেশ

সীমানা-সচিব—কিছু ভাবলেন, আশ্রমপতি ?

কণ্ব—হ্যাঁ ভেবেছি,, চল, বলিগে। ( উভয়ের প্রস্থান )

মেট্রন—(স্বগত) আশ্রমের যে কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারছি না। যদি উঠেই যায় তা হলে আমাকে কোন্ চাকরি জুটিয়ে দেবেন আশ্রমপতি, সেটাও ভাবতে পারছি না। বোধ হয় আমার মন ভোলানোর জন্যে ঐ রকম বললেন।···নতুন চাকরি পাওয়া কি সহজ কথা ? হয় তো বলবে ডিপজিট চাই। হয়তো বলবে···কিন্তু কি বলবে.. সে কি ছাই সব জানি। কি না ওরা বলতে পারে ? সব বলতে পারে। বলবে ঘুস চাই। ঘুস পাব কোথায় ?

**অলক্ষিতে দুষ্মন্তের প্রবেশ**

দুষ্মন্ত—( স্বগত ) যাক বেশি পরিশ্রম করতে হ'ল না, সহজেই মিলেছে। ( মেট্রনের প্রতি ) আর্যে! আপনিই কি অর্থাৎ— সেই ত্রয়ীর একজন ?

মেট্রন—( সঙ্কুচিত ভাবে ) আপনি কে ? এখানে কি চান ?

দুষ্মন্ত—আমার পরিচয় এখন না হয় না-ই শুনলেন! আমি বলছিলাম কি, আপনি শকুন্তলা, না অনসূয়া, না প্রিয়ংবদা ?

মেট্রন—ও। এই মতলবে আশ্রমে ঢোকা হয়েছে ? বলি কেন ? বলি আমি কে, তা দিয়ে আপনার কি কাজ ?

দুষ্মন্ত—আছে একটা উদ্দেশ্য, কিন্তু পরিচয় না পেলে তা বলতে পারব না।

মেট্রন—মরণ আর কি! আমি অজানা লোককে পরিচয় দেব কেন ? আপনার লজ্জা করে না স্ত্রীলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে ?

দুষ্মন্ত—এইটে ঠিক বলেছেন। সত্যিই আমার লজ্জা করে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি পরিচয় না দিলেও আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি শকুন্তলা!

মেট্রন—না।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে অনসূয়া।

মেট্রন—না।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে প্রিয়ংবদা।

মেট্রন—না না না। আপনি কে বলুন, নইলে ভাল হবে না বলছি।

দুষ্মন্ত—আপনি যতই 'না' বলুন, আমি ঠিক ধরেছি। আপনি তিন জনের যেই হোন আমার কাছে সবই সমান। আপনি যদি নাম প্রকাশ না করেন, তা হ'লে আমিই আপনার একটা নাম দিচ্ছি। আপনি—আপনি—রহস্যময়ী।

মেট্রন—পোড়া কপাল রহস্যময়ীর। দেখুন আপনি যেই হোন, এখান থেকে পালান বলছি। আশ্রমে কি কেউ নেই নাকি? আপনাকে কে ঢুকতে দিয়েছে এখানে?

দুষ্মন্ত—কোনো জায়গায় প্রবেশ করা বিষয়ে আমার কোনো বাছ-বিচার নেই। আমাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। কিন্তু রহস্যময়ী, আপনাকে দেখে দেহমন পুলকিত হ'য়ে উঠেছে, আপনি আমার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন—আপনি আমার শোষণ পিপাসাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মেট্রন—থামুন, থামুন, ভাল চান তো থামুন।

দুষ্মন্ত—আপনি আমার কথার তাৎপর্যটা বুঝলেন না?

মেট্রন—আমি মরছি নিজের জ্বালায়, উনি কথার তাৎপর্য বোঝাতে এসেছেন! যান, যান, ওসব আমি শুনতে চাই না। (প্রস্থান)

দুষ্মন্ত—আশ্চর্য্য! কিন্তু যাক, রহস্য ভেদ করতেই হবে। কণ্বের চাতুরি আমি সব বুঝতে পেরেছি। দক্ষিণপূব কোণে যেতেই হবে। কিন্তু দিক ঠিক করতে পারছি না কিছুতেই।

আশ্রমের সবটাই জঙ্গল আর জল। ভাল পথ নেই কোথায়ও। বিদূ কোথায় হারিয়ে গেল এই জঙ্গলে, তাকেও খুঁজে পাচ্ছি না। তবু একাই যাব। এবারে দিক ঠিক ক'রে রওনা হতে হবে। এইটে উত্তর, এইটে দক্ষিণ-- এইটে পূব—এইটে দক্ষিণপূব কোণ,—বাস্ আর ভুল হবে না।

দৈববাণী—মহারাজ, দক্ষিণপূব কোণে যাবেন না।

দুষ্মন্ত—( চমকিয়া ) কে ? কে আপনি যেতে নিষেধ করছেন ?

দৈববাণী—আমি অদৃশ্য-লোক থেকে বলছি—আমি দৈববাণী শোনাচ্ছি।

দুষ্মন্ত—দৈববাণী ! দৈববাণী আমি মানি না।

দৈববাণী—দক্ষিণপূব কোণে নানা রকম প্রলোভন আছে।

দুষ্মন্ত—কে আপনি বেরিয়ে এসে কথা বলুন, আপনার কথা খুব ভাল লাগছে।

দৈববাণী—প্রলোভনে পড়ার কথা শুনে ভয় পাচ্ছেন না ?

দুষ্মন্ত—মোটেই না। আমি প্রলোভনে পড়তে চাই।

দৈববাণী—যদি বলি বিপদে পড়বেন ?

দুষ্মন্ত—কথা ঘোরাবেন না।

দৈববাণী—কথা ঘোরাইনি। প্রলোভন আর বিপদ একই জিনিস।

দুষ্মন্ত – প্রলোভন বলতে কি বোঝায় ? জানেন ?

কণ্বের প্রবেশ

কণ্ব—এই যে মহারাজ একা ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন? দেখুন. আপনারই তো সব, আমরা উপলক্ষ মাত্র। আপনি খুশী হ'লে আমরা আনন্দ পাব।

দুষ্মন্ত—আপনি হঠাৎ কোত্থেকে এলেন? বাইরে গেলেন না খানিকটা আগে? সুরটাও বেশ নরম হ'য়ে এসেছে দেখছি। কি হ'ল?

কণ্ব—রওনা হ'তে একটু দেরি হ'য়ে গেল, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি এখনি ঘুরে আসব।

দুষ্মন্ত—একটা কথা ব'লে যান। আচ্ছা এই আশ্রমে কি ভূত প্রেত কিছু আছে? কিংবা কোনো দেবতা?

কণ্ব—কেন বলুন তো?

দুষ্মন্ত—আমি অন্তরাল থেকে কথা শুনেছি। আমাকে কোনো দেবতা দৈববাণী শুনিয়েছেন। তবে তিনি দানবও হ'তে পারেন।

কণ্ব—কি বলেছে?

দুষ্মন্ত—সে না হয় এখন নাই শুনলেন। কেউ আছে কিনা বলুন।

কণ্ব—দেবতাদের কথা আমরা তো সব সময় বলতে পারি না—তবে এটা ঠিক যে তাঁরা সব জায়গাতেই আছেন। কাজেই এখানেও আছেন।

দুষ্মন্ত—আপনারা দেখেছেন কাউকে ?

কণ্ব—দেখেছি বৈকি। দেবতা আর মানুষে কি কোনো তফাৎ আছে ? সময়ে এই মানুষই দেবতা হয় আবার সময়ে এই মানুষই পশু হয়।

দুষ্মন্ত—ও সব তত্ত্ব কথা ছাড়ুন। পৃথক কোনো দেবতা দেখেছেন কি ?

কণ্ব—কৈ, মনে তো পড়ে না।

দুষ্মন্ত—তবেই তো ধাঁধায় ফেললেন! আচ্ছা দেবতা কি সব সময় সৎ পরামর্শ দেন ?

কণ্ব—সৎ কি অসৎ বলতে পারি না, তবে দেবতাদের মতের সঙ্গে মানুষের মত সব সময়ে মেলে না এটা ঠিক! তাঁদের মতে যা ভাল, মানুষের পক্ষেও তা নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু ভাল হলেই তা সব সময় মানুষের পছন্দ না হ'তে পারে।

দুষ্মন্ত—তাঁর কথা অগ্রাহ্য করলে ক্ষতি কি ?

কণ্ব—এ কথার উত্তর দেওয়া শক্ত। মানুষ সব সময়েই দেবতার কথার অবাধ্য হচ্ছে। দেবতাদের হাজার বিধি নিষেধ অমান্য ক'রেই বেশির ভাগ মানুষ এই পৃথিবীতে সুখে আছে। আপনারাও অমান্য করতে পারেন, পারি না কেবল আমরা। আপনারা অমান্য করলেও সুখে থাকেন, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা দেখুন। আমাদের মতো জীবন আপনি কাটাতে পারেন ?

দুষ্মন্ত—ও রকম জীবন কাটিয়ে জীবনটাকে নষ্ট করতে চাই না।

কণ্ব—তা হ'লেই বুঝে দেখুন, দেবতাদের কথা আপনারা গোড়া থেকেই অমান্য ক'রে আসছেন।

দুষ্মন্ত—কেন, আমাদের জীবন কি দেবতাদের চোখে খারাপ?

কণ্ব—দেবতাদের দৃষ্টিই অন্য রকম। তাঁদের কথা আর না তোলাই ভাল। আপনি নিজে ঘুরে ঘুরে সব দেখুন।

দুষ্মন্ত—সেও তো আপনি সব দিকে যাওয়ার অনুমতি দেননি।

কণ্ব—মাত্র এক দিকে। সেই দিকটিতে গেলে আপনারই বিপদ হ'তে পারে। আচ্ছা, এ বারে আমি আসি। আমার বড় দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে আসুন। ( কণ্বের প্রস্থান )

দুষ্মন্ত—কিন্তু ভয়ানক সন্দেহজনক মনে হচ্ছে সব। ভয়ানক সন্দেহজনক।

উত্তেজিত ভাবে বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক—ভয়ানক সন্দেহজনক।...কিন্তু আপনি বুঝলেন কি ক'রে?

দুষ্মন্ত—আমি কি বুঝেছি তা তুমি বুঝলে কি ক'রে?

বিদূষক—সেও তো বটে। তা হ'লে আপনার কথাই আগে শুনি।

দুষ্মন্ত—আশ্রমপতি আমাকে দক্ষিণপূর্ব কোণে যেতে নিষেধ করেছেন কেন, আমি কিছু কিছু অনুমান করছি।

বিদূষক—কি অনুমান করছেন বলুন, এ বিষয়ে আমারও কিছু বলবার আছে

দুষ্মন্ত—তুমি দৈববাণী শুনেছ?

বিদূষক—না মহারাজ, আমি দৈবলীলা দেখেছি।

দুষ্মন্ত—কি রকম?

বিদূষক—দক্ষিণপূব কোণে দেবতাদের একটা উপনিবেশ আছে। সেখানে এক অপ্সরী-কন্যাকে আমি দেখে ফেলেছি।

দুষ্মন্ত—অপ্সরী কন্যা নয়।

বিদূষক—তা হলে মেনকা-কন্যা।

দুষ্মন্ত—গাছে যাদের নাম লেখা আছে মনে আছে? আমার বিশ্বাস তারাই ওখানে আছে। চল দেখি কি ব্যাপার।

বিদূ—চলুন। ( উভয়ের প্রস্থান )

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

বোর্ডিং ঘরের সম্মুখ। একপাশে উঠানে রান্নার যোগাড় হইতেছে। একজন জুনিয়র ছাত্রী তরকারী কুটিতেছে আর একজন বাটনা বাটিতেছে। আর একজন শাক বাছিতেছে।

১ম ছাত্রী—তরকারী তো কোটা হচ্ছে, কিন্তু আটা যে মোটেই নেই, রুটি হবে কি দিয়ে?

২য় ছাত্রী – মাসীমা গেছেন আশ্রমপতির কাছে আটার কথা বলতে।

১ম—তেল নুনও ফুরিয়েছে।

২য়—সবই আসবে এক্ সঙ্গে।

১ম—এ রকম আগে কিন্তু কথনও হয়নি। একেবারে যেদিন ফুরিয়ে গেল সেই দিন খেয়াল হ'ল যে ভাঁড়ার খালি।

২য়—মাসীমা কি যে করেন বুঝি না বাবা। এক-রকম বসে বসে মাইনে খাচ্ছেন।

১ম—বেশি চেঁচিয়ে ব'লো না, শুনতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না।

২য়—খাওয়া আমাদের দিন দিনই খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে—এ রকম যে কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

১ম—কেন হচ্ছে সে কারো সাধ্য নেই যে বোঝে। বরাদ্দ তো ঠিকই আছে অথচ রান্নার সময় সবই কম-কম।

২য়—এই ক'খানা তরকারীতে ক'জন খেতে পারে! পাঁচ জনেরও হয় না, অথচ খাবে বিশ জন।

১ম—মুনি ঋষিদের হ'য়ে গেলে আমাদের আর কি থাকে। ওঁদের তো আর কম পড়বার উপায় নেই।

১ম—বাব্বা! মুনি-ঋষিরা শুনেছিলাম ফলমূল খেয়ে বাঁচেন, এখানে দেখছি সবই বিপরীত।

২য়—ফলমূল খেয়ে বাঁচেন. মানে কি জানিস?

১ম—মানে আবার কি?

২য়—মানে জানলেই বুঝতে পারবি, কথাটা মিথ্যা নয়। ফলমূল

খান মানে একটা গাছের ফল থেকে আরম্ভ ক'রে শিকড়সুদ্ধ খান। পাতা ডাল কিছুই বাদ যায় না।

১ম—তুই বলছিস, মূল খাওয়া মানে শিকড় খাওয়া ?

২য়—হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

২য়—তবে আশ্রমপতি সবার চেয়ে কম খান বটে।

১ম—সেই যা রক্ষে।

২য়—কিন্তু মাসীমা তো ঋষি নন, উনি অত বেশি খান কেন ?

২য়—আমার বিশ্বাস ঐ জন্যই ওঁর এই বয়সেও বিয়ে হয়নি।

মেট্রন হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিল। সকলে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। মেট্রন উঠানে পা ছড়াইয়া বসিল।

১ম—কি হ'ল মাসীমা ? আটা কখন আসবে ?

মেট্রন—তোমাদের কি কোনো আক্কেল নেই ? বলি দিন দিন বয়স বাড়ছে না কমছে ? দেখছ আমি ক্লান্ত হ'য়ে ফিরছি—এক দণ্ড সবুর করতে পার না ? আসার সঙ্গে সঙ্গে সব খবর জানা চাই ? উঃ, পা দুখানা একেবারে গেছে ছুটে আসতে।

১ম—পায়ে কি হ'য়েছে মাসীমা ? ছুটে এলেন কেন ?

মেট্রন—আমাকে সব দিক দেখতে হবে—তোমাদের জন্যে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াব—তারপর আবার বিদেশী লোক সব ঢুকেছে আশ্রমে।

১ম—সে কি কথা মাসীমা ?

মেট্রন—আমি ঠিকই বলছি। আশ্রমে কারা সব ঢুকে পড়েছে।

তা যাক, তুমি একটু এদিকে এসে আমার পা খানা একটু টিপে দাও।

১ম—( অর্দ্ধশায়িত মেট্রনের কাছে ধীরে ধীরে আসিয়া পা টিপিতে টিপিতে ) আহা হা ! কত কষ্টই পেয়েছেন আমাদের জন্যে।

মেট্রন—উঃ, এই খানটায়। ( অপরদের প্রতি ) তোমাদের কি হ'ল ? এদিকে একটু দয়া ক'রে এসো না। এ কি একার কাজ ? (২য় ছাত্রী অনিচ্ছার সঙ্গে আসিয়া বসিল। তৃতীয়ের প্রতি ) তোমার আবার কি হ'ল ? কথাটা কানে যায়নি বুঝি ?

তৃতীয় চুপ করিয়া রহিল তাহাতে মেট্রন ক্ষিপ্ত ভাবে উঠিয়া বসিল।

বলি, আসবে কি না বল। কি এমন কাজ করতে বলা হয়েছে ? তোমাদের জন্যে খেটে খেটে শুকিয়ে গেলাম, আর তোমরা আমাকে একটু দেখবে না ? তবে আমি এখানে আছি কেন ? বড় সুসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি। শুনেছ, আশ্রম উঠে যাবে। কারা নাকি সব শোষণ করতে এসেছে।

৩য়—তা হোক, আমি পা টিপতে পারব না।

মেট্রন—চমৎকার ! চমৎকার !

৩য়—ও ভাবে কথা বলবেন না !

মেট্রন—না, আমি তোমায় কে যে বলব। থাকত একটা ছেলে, তা হ'লে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমার এই আচরণের শোধ তুলতাম। ভারি ইচ্ছে হচ্ছে তোমার মতো মেয়ের শাশুড়ী

হই। তোমরা সবাই এখন যাও—কাজ নেই আমার শুশ্রূষায়। যাও যাও একটু সোয়াস্তিতে থাকতে দাও।

সকলে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। একটি বেকার-চেহারা যুবকের প্রবেশ।

যুবক—( চাপা গলায় ) দিদি, দিদি, আমি এসেছি।

মেট্রন—( উৎফুল্ল ভাবে উঠিয়া ) অ্যাঁ! এসেছিস? কেউ দেখতে পায়নি তো?

যুবক—না।

মেট্রন—এইখানেই দাঁড়া, আমি নিয়ে আসছি।

ঘরে গেল ও একটি পুঁটুলি লইয়া ফিরিল।

এইগুলো নিয়ে যা আজ। ছুদিনে এর বেশি আর সরাতে পারিনি। সের তিনেক আটা আছে।

যুবক—মাত্র সের তিনেক! আমার দোকানও যে একেবারে খালি!

মেট্রন—যা রয় সয় তাই করাই ভাল। এর পর আর হয় তো এ সব চলবেই না। সব বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। যা চ'লে, আর দেরি করিস না। খুব সাবধানে নিয়ে যবি। বাইরের অনেক লোক ঢুকেছে আশ্রমে। সে দিন কেউ দেখেনি তো?

যুবক—সে দিন রাত্রে এসেছিলাম, কে আর দেখবে? কিন্তু কুকুরটা যা ডেকেছিল! আচ্ছা চললাম। ( প্রস্থান )

বিদূষকের প্রবেশ।

মেট্রন—( চমকিয়া ) কে তুমি? তোমার কি চাই?

বিদূষক—উপনিবেশের পথে যেতে ভুল ক'রে এখানে এসে পড়েছি।

মেট্রন—উপনিবেশ মানে?

বিদূষক—মানে আপনারাই ভাল জানেন। এখানে দেবতাদের যে উপনিবেশ আছে সেইটে খুঁজছি, কিন্তু বোধ হয় পথ হারিয়েছি, কিংবা হয়তো ঠিক জায়গাতেই এসেছি।

মেট্রন—বাজে কথা রাখ। ও সব শোনবার আমার সময় নেই।

বিদূষক—বিধাতার এমন সুন্দর সৃষ্টি, অথচ এমন নিষ্ঠুর কি ক'রে হচ্ছেন বলুন তো!

মেট্রন—কাকে বলছ সুন্দর?

বিদূষক—আপাতত যিনি সামনে আছেন।

মেট্রন—( খুশীভাবে ) খুব কথা বলতে শিখেছ দেখছি। তোমার বুঝি কথা বলাই ব্যবসা?

বিদূষক—বুদ্ধিও বেশ আছে দেখছি।

মেট্রন - কি যে বল তুমি! বুদ্ধি থাকলে এই জঙ্গলে পড়ে থাকি?

বিদূষক—বুদ্ধি থাকার সঙ্গে জঙ্গলে থাকার কোনো বিরোধ আছে ব'লে তো জানি না। আপনাদের আশ্রমপতিও তো জঙ্গলে থাকেন।

মেট্রন—কিন্তু আমি তো আর মুনি নই।

বিদূষক—সেইটেই তো আপনার সুবিধা। ধরুন, আমাদের মতো দুই একটা বন্য জন্তুকে আপনি হয়তো সহজেই বশ করতে

পারবেন। এর মধ্যেই আপনাকে আমি ভক্তি করতে আরম্ভ করেছি।

মেট্রন—তোমার মতলবটি কি বল দেখি।

বিদূষক— আপনি আগে বলুন—আপনার নাম শকুন্তলা, অনসূয়া, না প্রিয়ংবদা ?

মেট্রন—( চীৎকার করিয়া ) ওগো বুঝতে পেরেছি। আমাকে আর তোমরা জালিও না। সবাই মনে করেছ আমি তোমাদের আকাশে ওঠার সিঁড়ি ? আমি সিঁড়ি ? আমাকে বেয়ে বেয়ে তোমরা উপরে উঠবে ?

বিদূষক—না ঠিক তা নয়।

মেট্রন—আমি শুনব না কোনো কথা। এর আগে আরও একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সেও বলে কিনা তুমি শকুন্তলা, তুমি অনসূয়া, তুমি প্রিয়ংবদা। সংসারে ওরা ভিন্ন কি আর কেউ নেই ?

বিদূষক—আপনি ভুল বুঝছেন আমাকে। আপনার নামটা জানি না ব'লেই গোলমাল হচ্ছে। তিনটি নাম আমরা দৈবাৎ জেনে ফেলেছি—ঐ তিনটি ফুল দিয়েই মালা গেঁথেছি—আপনার নাম জানতে পারলে মালা আরও বড় হবে—একেবারে চার ফুলের মালা।

মেট্রন—এত মালার শখ কেন বলতে পার ?

বিদূষক—আছেন আছেন, একজন আছেন, তিনি মালা জপ

করতে ভালবাসেন। মালা যত বড় হয় ততই তাঁর জপে আনন্দ।

মেট্রন—কি কথাই বললে! ওদের সঙ্গে আমার নাম! ওরা কি আর সেই মেয়ে? অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। ওরা সব নাচ শেখে, গান শেখে— আমি যা দুচক্ষে দেখতে পারি না। খালি চাকরির খাতিরে পড়ে আছি এখানে।

বিদূষক—সে তো বটেই। আমরা কেউই নিজের খাতিরে কিছু করি না। যা কিছু করি অন্য কিছুর খাতিরে। হয় চাকরির খাতিরে, না হয় ভাবের খাতিরে।

মেট্রন—তোমার মতলব আমার মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। ভাইয়ের খাতিরে মানে কি?

বিদূষক—ভাইয়ের নয়—বলেছি ভাবের খাতিরে।

মেট্রন—তাই বল। ভাই-টাইয়ের ধার ধারি না!

বিদূষক—পথের সন্ধান দেবেন কি?

মেট্রন—পথের সন্ধান আমি দেব? আমাকে একলা পেয়ে বাড়ি ব'য়ে আমার সর্বনাশ করতে এসেছ তোমরা। বেরোও বলছি—যাও এখুনি। আমার আশ্রমের ছাত্রীর কাছে যাওয়ার পথ ব'লে দেব আমি? আমাকে সেই মেয়ে পেয়েছ?

বিদূষক—ভুল হয়েছে, আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

মেট্রন—বোধ হয় এরাই এল আশ্রম শোষণ করতে! শেষকালে কি এদের অধীনে চাকরি করতে হবে!

**কণ্ব এবং একজন মোটবাহক ছাতু এবং নুনতেলের মোট লইয়া প্রবেশ করিল— বাহক বোঝা নামাইয়া চলিয়া গেল।**

কণ্ব—মেট্রন, এই নিন আপনার ছাতু, নুন আর তেল। আজকের দিনটা এতেই চালিয়ে দিন।

মেট্রন—আপনি বাঁচালেন আশ্রমপতি! আজকের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু কাল থেকে কি হবে সেই ভেবেই ভয়ে মরছি। আশ্রম কি বাইরের লোকেরা দখল করছে? তারা না কি আশ্রম শোষণ করবে!

কণ্ব—তা করা বিচিত্র নয়, কিন্তু সাবধান হ'তে হবে। যে শোষণ করতে চায় সে হচ্ছে শুকনো বালির মতো, সময় বুঝে তার উপর প্রচুর জল ঢাললে শোষণের শক্তি নষ্ট হয়। পারবেন জল ঢালতে?

মেট্রন—বেতনের দিক দিয়ে যদি একটু বিবেচনা করেন তা হ'লে সব পারি।

কণ্ব—আপনি পারবেন না মেট্রন, আপনি বুঝতেও পারছেন না কিছু। সাংঘাতিক সব কাণ্ড হচ্ছে এখানে।

মেট্রন—কি হচ্ছে?

কণ্ব—কি যে হচ্ছে তা আমিও জানি না মেট্রন, কিন্তু কিছু একটা যে হচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আপনার কথা আমি সব সময়েই ভাবছি।

মেট্রন—ভেবে কিছু না হ'লে আমি মারা যাব আশ্রমপতি।

কণ্ব—সে জন্যও প্রস্তুত হ'য়ে থাকুন। যদি মরতেই হয়, হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

মেট্রন—মরণ কি এত সোজা আশ্রমপতি?

কণ্ব—সোজা না হ'লে এত লোক মরছে কি ক'রে?

মেট্রন—তা ব'লে আপনি আমাকে জেনে শুনে মৃত্যুর মুখে পাঠাবেন?

কণ্ব—হয় তো পাঠাতে হবে।

মেট্রন—আপনি আমাকে হত্যা করবেন?

কণ্ব—হয় তো করব। একটা কিছু তো করতে হবে!

মেট্রন—আপনার হাতে হবে আমার মৃত্যু? অ্যাঁ—

কণ্ব—হ্যাঁ আমার হাতে। এই দেখছেন হাত? এই হাতে আমি সব ধ্বংস করব,—কাউকে রাখব না—কাউকে না।

একজন ভয়ে একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে পরস্পর চাহিয়া রহিল

---

## তৃতীয় দৃশ্য

এক ধারে লঙ্কাক্ষেত—এখানে সেখানে নানা রকম লতা, গাছ। বিদূষক ও মেট্রনের ভাই লুকোচুরি খেলিতেছে। মেট্রনের ভাই তিন সের চোরাই আটা লইয়া পলাইতেছিল—বিদূষক তাহাকে দেখিয়া ফেলাতে সে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং বিদূষক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। অবশেষে ধরিয়া ফেলিল এবং পুঁটুলি খুলিয়া দেখিল।

বিদূষক—দেখ যুবক, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি. তুমি চুরি ক'রে পালিয়ে

যাচ্ছিলে। কিন্তু পালাবার কোন কারণ নেই। চুরি ক'রে সবার সামনে বুক ফুলিয়ে চলাই হচ্ছে উপযুক্ত চোরের কাজ। চোর যদি ভয় পায় তা হ'লে চোরের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা। যার জিনিস চুরি করবে, চোর-দেখে ভয় পাবে সে। তুমি বোধ হয় এ পথে নতুন পা বাড়িয়েছ, তাই জান না। কিন্তু আশ্বস্ত হও, আমার হাতে তোমার কোনো ভয় নেই। আমরা সবাই চোর। তুমি আমাদেরই সগোত্র। তুমি পালানোর চেষ্টা না করলে আমি তোমাকে আরও বেশি খাতির করতাম। পালাতে দেখে তোমার উপর আমার অভিমান হয়েছে—সেই জন্তেই আমি তোমাকে এত চেষ্টা ক'রে ধরেছি। এইবার বল দেখি তুমি কোথেকে আটা চুরি করেছ?

যুবক—সে আমি বলতে পারব না।

বিদূষক—চমৎকার—চমৎকার—তোমার এই জবাবে আমি খুশীই হয়েছি, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি একজন দার্শনিক। সত্যিই, আমরা কোথায় কি করি, কোথায় কি বলি, কেন করি, কেন বলি, কিছুই ঠিক জানি না। তবে কথা হচ্ছে এই যে এ সব না জানলেও কাজ-চলা গোছের একটা কিছু জবাব দিতে পারি, এবং দিয়েও থাকি। কাজেই তুমি যা-হোক একটা কিছু বল, না বললে আমি ছাড়ব না।

যুবক—আমার দিদি আমাকে দিয়েছেন—আমি চুরি করিনি। আপনার পায়ে ধরি—আমাকে ছেড়ে দিন।

বিদূষক—তোমার দিদি কে ?

যুবক—এখানে তিনি চাকরি করেন—তিনি এখানকার মেয়েদের দেখাশোনা করেন।

বিদূষক—তিনি দিয়েছেন ব'লে তুমি নিলে কেন ?

যুবক—আমার এক মুদিখানা আছে, আমি এই আশ্রমে সব যোগান দিই।

অতঃপর যুবক দেখিল বিদূষক নীচের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতেছে—সেই সুযোগে এক সময় সে আটা ফেলিয়া পলাইয়া গেল।

বিদূষক—আমি বুঝতে পেরেছি। সমুদ্র থেকে বাষ্প উড়ে গিয়ে মেঘ হয়, সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে আবার সমুদ্রেই গিয়ে পৌঁছয়। এইটেই তো জাগতিক নিয়ম। দেওয়া-নেওয়া নিয়েই সংসার—অতএব—( যুবকের দিকে ফিরিয়া দেখিল সে পলাইয়াছে ) অ্যাঁ! যুবকটি দেখছি মায়া যুবক। শূন্যে মিলিয়ে গেছে! যাক্। তবে আটাটা মায়া আটা নয়, এর ব্যবস্থা করা যাক। ( পুঁটুলি তুলিয়া প্রস্থান করিল। )

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার প্রবেশ। অন্তরালে লুকায়িত অবস্থায় কণ্বকে দেখা গেল।

শকুন্তলা—বৈখান এখনও ফিরছেন না—আশ্রমে কি গোলমাল হ'ল—তিনি গোলমাল থামাতে গেলেন আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে। বড় ভাবনা হচ্ছে।

অনসূয়া—কেউ হয়তো শিকারে এসেছিল। ভয়ের কিছু নেই বোধ হয়।

শকুন্তলা—কিন্তু আজ রাত্রেই আমাদের শেষ, এ কথা ভাবতেই পারছি না।

অনসূয়া—বৈখান নিশ্চয় ভুল করেছেন। হাতে আবার মৃত্যুর তারিখ লেখা থাকে নাকি?

শকুন্তলা—আচ্ছা, মৃত্যু তো মানুষের নানা রকম হ'তে পারে। আমার কি মনে হচ্ছে জানিস?

প্রিয়ংবদা—কি বল তো।

শকুন্তলা—আমার মনে হচ্ছে পরিবর্তনটাই মৃত্যু। প্রতি মুহূর্তে আমাদের সব বদলে যাচ্ছে। কাল যা ছিলাম আজ তা নই। ক'দিন পরে আমাদের পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষে আর এক শ্রেণীতে উঠব, সেটাও মৃত্যু। আসল মৃত্যুটাও তো তাই—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া।

অনসূয়া—তা হ'তে পারে, নইলে তিন জনের এক সঙ্গে মৃত্যু হ'তেই পারে না। ক্লাসের কথা যদি বললে তা হ'লে এটা তো সুখবর বলতে হবে। আমাদের তিন জনেরই মৃত্যু হবে পুরনো ক্লাসে। তার মানে আমরা পাস করব।

প্রিয়ংবদা—ঠিক তাই। যাক দুর্ভাবনাটা কেটে গেল, এ নিয়ে আর কিছু ভাবব না। কিন্তু শকুন্তলা, তুমি এত কথা শিখলে কোত্থেকে?

শকুন্তলা—কেন, আশ্রমপতি একদিন মৃত্যু সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন।

কণ্বের প্রবেশ

কণ্ব—মৃত্যুর কথা কি বলছ তোমরা ?

শকুন্তলা—( লজ্জিত ভাবে ) আচ্ছা গুরুদেব, মৃত্যুর কথা কি কারো হাতে লেখা থাকে ?

কণ্ব—এ সব কেন বলছ শকুন্তলা ?

শকুন্তলা—বৈখান আমাদের হাত দেখে বলেছেন আজ রাত্রে আমাদের তিন জনের মৃত্যু হবে।

কণ্ব—( হাসিয়া ) বৈখান অল্প দিন হাত দেখা শিখেছে—শেখার পর থেকে সবারই হাত দেখে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওর একটা কথাও মেলে না। আসলে হাত দেখা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার উপর নির্ভর করে।

শকুন্তলা—বুঝতে পারছি না তো।

কণ্ব—ধর একজনের হাত দেখে বলা গেল তিন দিনের মধ্যে তার সর্বনাশ হবে। অথচ তিন দিনের মধ্যে তার আর কিছুই হ'ল না, হ'ল অর্থপ্রাপ্তি। এইবার ব্যাখ্যা কর।

শকুন্তলা—বুঝেছি। টাকা পেলেই অনেকের সর্বনাশ হয়।

কণ্ব - ঠিক তাই। মৃত্যুরও ঐ রকম অর্থ হতে পারে। আজ মৃত্যু না হ'য়ে তোদের হয় তো আজ ভাগ্যলাভ হবে। (দীর্ঘনিশ্বাস)

অনসূয়া—গুরুদেব, আপনার মনটা হঠাৎ ভারি হ'য়ে উঠল কেন ?

কণ্ব—কত কথা যে আমাদের ভাবতে হয় তা তো তোরা বুঝবি না। এক এক সময় এক এক খেলা খেলছি।

শকুন্তলা—খেলা আবার কিসের ?

কণ্ব—সবই তো খেলা। আমরা যা কিছু করি সবই খেলা।

শকুন্তলা—এ সব কেন বলছেন ?

কণ্ব—ভাবছি এক দিন তো তোদের ছাড়তেই হবে—অথচ তোরা এখানে কত আপনার হয়ে আছিস।

শকুন্তলা—ও এই কথা! তা এখান থেকে ট্রেনিং পাস ক'রে বেরুলে আপনিই তো আমাদের চাকরি জুটিয়ে দেবেন কথা দিয়েছেন।

অনসূয়া—আর আমরা ছুটি পেলেই এখানে চলে আসব।

কণ্ব—অত সহজ নয় রে, অত সহজ নয়। তখন কি আর আসবি ? তখন সব ভুলে যাবি। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক।

শকুন্তলা—একটা কথা জানবার আছে. গুরুদেব। কিছু আগে বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি আশ্রমে, সেই সঙ্গে খুব গোলমাল। কি হয়েছে বলুন তো।

কণ্ব - ও! আমাদের প্রেসিডেন্ট এসেছিলেন শিকার করতে।

শকুন্তলা—তিনি চলে গেছেন তো ?

কণ্ব—বোধ হয় গেছেন।

শকুন্তলা দাঁড়াল, কণ্ব অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

আচ্ছা আমি আসি এখন। ( প্রস্থান )

অনসূয়া—এখন এসো আমাদের কর্তব্য করি। এসো আমাদের প্রিয় গাছগুলোয় জল দিই। ( লতার কাছে গেল )

প্রিয়ংবদা—ভারি ভাল লাগে আমার।

অনসূয়া—কি ভাল লাগে ?

প্রিয়ংবদা—আমরা যে এই লতাগুলোকে ভালবাসি তা আর কেউ জানে না। এরা আশ্রমের কেউ নয়, এরা আমাদের। এই কথাটাই ভাবতে ভাল লাগে।

অনসূয়া—এরা যেন আমাদের মুখ চেয়েই বেঁচে আছে। আমার হাতে মানুষ হয়েছে এই মালতীলতা। মানুষ না ছাই হয়েছে। খেতেই চায় না কিছু। নাও এই দুধটুকু খাও।

লতাকে কোলে করিয়া, মাটি হইতে ঝিনুক কুড়াইয়া দুধ খাওয়াইবার ভান করিতে লাগিল।

প্রিয়ংবদা—আমার হাতে মানুষ হয়েছে এই লবঙ্গলতা।

শকুন্তলা—আর আমার হাতে হয়েছে আমার মাধবী। কতক্ষণ যে তাকে দেখি না। ( অগ্রসর হইয়া লতাকে ধরিতে গিয়া হঠাৎ হাত সরাইয়া লইল ) মাধবী ! এ কি—এ কি করেছিস তুই ? ( বুকে হাত চাপিয়া বসিয়া পড়িল ) উঃ, উঃ, কি হ'ল আমার ! ( যন্ত্রণা প্রকাশ )

অনসূয়া—( শকুন্তলাকে ধরিয়া ) কি হ'ল কি হ'ল তোমার ? প্রিয়ংবদা দেখ তো।

শকুন্তলা—উঃ, না না, এ হ'তে পারে না।

প্রিয়ংবদা—কি হতে পারে না ?

শকুন্তলা—আমার মনে আশ্রমবিরুদ্ধ ভাব জাগছে—আমার চোখের সামনে আবার দুষমনকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রিয়ংবদা—কি হয়েছে বল না।

শকুন্তলা—ঐ দেখ…ঐ দেখ…আমার মাধবী আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করেছে।

অনসূয়া—( ছুটিয়া গেল লতার কাছে ) কৈ ? কি করেছে ?

শকুন্তলা—ঐ গাছটাকে জড়িয়ে ধরেছে।

প্রিয়ংবদা—তাই নাকি ? ওমা, তাই তো ! এ দেখি ইতিমধ্যেই নাথ সংগ্রহ করেছে। ( লতাকে খুলিয়া দিল ) খুলে দিলাম লতাকে।

শকুন্তলা – এখানে নাথ সংগ্রহ ভয়ানক নিষেধ।

অনসূয়া—সে তো বটেই, সেই জন্যই তো এই আশ্রমের নাম অ-নাথ আশ্রম।

শকুন্তলা—ও সামান্য লতা। ওর বুদ্ধি নেই, কিন্তু ওর এই দৃশ্য দেখে আমার বুকের মধ্যে কাঁপন জাগল কেন ? কি যেন একটা ঘটবে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আশ্রম ভেঙে যাবে।

প্রিয়ংবদা—না সখি, তুমি ওঠ। ও কিছু না। ওরা তো আর আশ্রমের কেউ নয় যে আশ্রমের নিয়ম মানবে।

অনসূয়া—( লতাকে ধরিয়া ) তা হ'লে কি হয়, আশ্রমে থেকে এখানকার নিয়ম মানতেই হবে। বুঝলে ? যা হয় আশ্রমের

বাইরে গিয়ে কর—এখানে ওসব চলবে না। কিন্তু উঃ—আমার একি হ'ল! ( বুকে হাত দিয়া বসিল )।

শকুন্তলা—কি হ'ল অনসূয়া?

অনসূয়া—আমারও মনে আশ্রমবিরুদ্ধ ভাব জেগে উঠছে কেন?

প্রিয়ংবদা—( বুকে হাত দিয়া ) সখি, আমারও মনে জাগছে। উঃ একি হ'ল! ( শূন্যে চাহিয়া ) একি হ'ল—আমার একি হ'ল—

ধীরে ধীরে প্রস্থান।

অনসূয়া—( বুকে হাত চাপিয়া ) উঃ আমারও মনের মধ্যে সব যে ওলটপালট হ'য়ে গেল। উঃ আমার কি হ'ল।—উঃ কি হ'ল—

শূন্যে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শকুন্তলা উদাস দৃষ্টিতে একা বসিয়া রহিল এমন সময় বিদূষক ও দুষ্মন্ত এক পাশ দিয়া আসিতেই শকুন্তলাকে দেখিয়া থমকিয়া পিছাইয়া গেল। বিদূষক মুখ বাড়াইল আড়াল হইতে—দুষ্মন্ত তাহাকে টানিয়া ঠেলিয়া দিয়া নিজে মুখ বাড়াইল। বিদূষক ইঙ্গিতে বুঝাইল এই সেই অপ্সরী কন্যা। কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দুই জনেই চাহিয়া রহিল। বিদূষক মশার কামড়ে অস্থির হইয়া দুষ্মন্তকে ইঙ্গিতে বুঝাইল তাহার অসুবিধা হইতেছে। সে পা চুলকাইতে লাগিল। দুষ্মন্ত গলা বাড়াইয়া হাঁ করিয়া রহিল। আর একটু দূরে ছদ্মবেশে কণ্ব দাঁড়াইয়া রহিল।

দুষ্মন্ত—( চাপা গলায় ) এই তো এসে পড়েছি। কিন্তু অকারণ এই চালাকিটি করার কি দরকার ছিল! সোজা বললেই হ'ত ওটা মহিলা বিভাগ, ও দিকে যাবেন না। কিন্তু ভয় দেখিয়ে

নিষেধ করাতে এখন যে সত্যিই বিপদে পড়লাম! বিদু, এখন এখান থেকে পালাও।

বিদু—যথা আজ্ঞা মহারাজ। ( কয়েকজন মেয়ের প্রবেশ )

দুষ্মন্ত—কিন্তু এ তো দেখছি একা নয়, আরও অনেকে আছে। দেখা যাক কি করে এরা—এই লঙ্কা ক্ষেতেই লুকিয়ে থাকি।

শকুন্তলা—তোরা এখন এদিকে এলি কেন?

১ম মেয়ে—কোথায় যাব?—প্রিয়ংবদা আর অনসূয়া-দিদিমণি কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। খালি আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। আমাদের গান কাকে দিয়ে দেখিয়ে নেব?

শকুন্তলা—( উদাসীন ভাবে ) এই কথা? তা তোমরা গাও, আমিই শুনি।

১ম মেয়ে—তা হ'লে তো খুব ভালই হয়। আচ্ছা তা হ'লে গাই।

গান আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্মন্ত মুগ্ধ ভাবে লঙ্কা ক্ষেতের মধ্যে বসিয়াই নাচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল।

গান

কুঁড়ির মনের সব বেদনা যায় টুটে
যখন কুঁড়ি কুসুম হয়ে রয় ফুটে।
গন্ধ তাহার বয় বাতাসে
অলিয়া সে আপনি আসে
অনুরাগের পরাগরেণু নেয় লুটে।
ঐ যে হাওয়া দখিন হাওয়া বইছে
কুঁড়ির কানে কানে কথা কইছে।

কি কথা সে একলা শুধু হাওয়াই জানে
কোন্ বিদেশীর কোন্ বারতা ব'য়ে আনে,
ভীরু হিয়ার লাজের বাধা যায় ছুটে।

শকুন্তলা—নাচগান ঠিক হয়েছে—আর কিছু দেখাতে হবে না। তোমরা এখন এসো। ( মেয়েদের প্রস্থান )

দুষ্মন্ত—( লঙ্কার হাত হঠাৎ চোখে লাগার পর ) উঃ, উঃ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! ( চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাগিল )

শকুন্তলা—( হঠাৎ দুষ্মন্তের দিকে চাহিয়া ভয়ে ) কে কোথায় আছ রক্ষা কর—দুষমন।

দুষ্মন্ত—ত!

শকুন্তলা - দুষমন!

দুষ্মন্ত—ত!

শকুন্তলা মূর্ছিত হইল। শকুন্তলার প্রত্যেকবার দুষমন বলিবার সঙ্গে দুষ্মন্ত 'ত' উচ্চারণ করিল, এবং শেষে

ত-ত-ত-ত ওরে বাবা, দুষমন নয়, দুষ্মন্ত। তোমাদের প্রেসিডেন্ট দুষ্মন্ত। মহারাজ দুষ্মন্ত।

শকুন্তলা—( মূর্ছা ভঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া ) অ্যাঁ!—( মোলায়েম সুরে ) ম-হা-রা-জ দু-ষ্ম-ন্ত? আমি যাকে স্বপ্নে দেখতাম?

দুষ্মন্ত—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! উঃ জ্বলে গেল! ( চোখে দু'হাত দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল )

শকুন্তলা—( খুব কাছে আসিয়া অতি মোলায়েম সুরে ) আপনি

আমাদের প্রেসিডেণ্ট মহারাজ দুষ্মন্ত ?···আপনার জলে গেল মানে কি ?

দুষ্মন্ত—কোনো মানে নেই, অথচ জলছে। চোখ জলছে। লঙ্কার ঝাল লেগেছে চোখে। উঃ উঃ—

শকুন্তলা—( ছুটিয়া জল আনিয়া )—এই জল এনেছি, আসুন চোখ ধুয়ে দিই। ( মাটিতে বসিল এবং শকুন্তলা দুষ্মন্তের মাথা কোলের উপর রাখিল ) আচ্ছা, লঙ্কার ঝাল লাগল কি ক'রে ?

দুষ্মন্ত—সে আমি বোঝাতে পারব না—তুমি আগে জল দাও চোখে। ( জল দিয়া ধুইতে লাগিল ) আঃ এখন অনেকটা আরাম বোধ করছি। ( চোখে হাত দিয়া ) কিন্তু এখনও কুটকুট করছে যে !

শকুন্তলা—আরও ধুয়ে দিচ্ছি। ও কি ! ভয় কিসের ? চোখ বুজবেন না। হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে।···আচ্ছা বলুন না মহারাজ, চোখে ঝাল লাগল কি ক'রে ?

দুষ্মন্ত—নিতান্তই শুনবে ?

শকুন্তলা—শুনব মহারাজ।

দুষ্মন্ত—তোমাকে দেখে।

শকুন্তলা—( লজ্জিতভাবে ) আ-মা-কে দে-খে !···চোখে ঝাল লাগল !···এ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

দুষ্মন্ত—( শায়িত অবস্থা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল ) কিন্তু এ তো সাংঘাতিক ঝাল আশ্রমের লঙ্কার !

শকুন্তলা—আশ্রমের লঙ্কার ! ও ! আপনি লঙ্কার ঝাল লাগিয়েছেন চোখে ?

দুষ্মন্ত—কিছু জ্ঞান ছিল না তখন। কি করেছি কিছু মনে নেই। সব স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু লঙ্কার ঝাল চোখ থেকে যে এখন হৃদয়ে লাগছে বলে মনে হচ্ছে ! ( বুক হাতে চাপিয়া ) ...আমার এ কি হ'ল !

শকুন্তলা—( বিমর্ষভাবে ) কি কষ্টই পেলেন আশ্রমে এসে ! চোখে কষ্ট পেলেন নিজের দোষে, মনে কষ্ট দিলাম আমি ! আপনার মতো অতিথিকে বলেছি কিনা দুষমন।

দুষ্মন্ত—কিছু না, কিছু না। 'দুষমন' তুমি বলেই বলতে পেরেছ। তোমরা সব মুনিঋষি, নইলে আমার নাম না জেনেও নামের পনেরো আনা উচ্চারণ করলে কি করে? সেইটে ভেবেই তো আমি অবাক হচ্ছি। বরঞ্চ আমি "ত" যোগ করেই তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। আমি আমার নাম থেকে "ত" কেটে দেব। আজ থেকে আমি দুষমন। ( বুকে হাত দিয়া ) উঃ জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—

শকুন্তলা—মহারাজের সঙ্গে কি ক'রে আলাপ করতে হয় জানি না।—মহারাজ, আচ্ছা, আপনার মোটর গাড়ি আছে ?

দুষ্মন্ত—গাড়ির কথা এখন থাক। তোমার নামটি কিন্তু এখনও আমাকে বলনি। অথচ আমার সকল খবরই তুমি জেনে নিচ্ছ।

শকুন্তলা—আমার নাম শকুন্তলা। কুমারী শকুন্তলা দেবী।

দুষ্মন্ত—চমৎকার নাম। আচ্ছা তোমার বন্ধু প্রিয়ংবদা অনসূয়া—না?

শকুন্তলা—জানলেন কি ক'রে? আপনিও ঋষি?

দুষ্মন্ত—ঋষি আমার চোদ্দপুরুষে কেউ নয়। ও দিকের একটা গাছে তোমাদের তিনজনের নাম একসঙ্গে খোদা আছে।

শকুন্তলা—তাও দেখেছেন?

দুষ্মন্ত—দেখেছি বৈ কি! আচ্ছা শকুন্তলা, তোমাদের কি এখানে···মানে···

শকুন্তলা—( লজ্জিতভাবে ) হ্যাঁ মহারাজ।

দুষ্মন্ত—ও! মানে······যতদিন এখানে থাকবে, ততদিন কোনো উপায় নেই?

শকুন্তলা—না। ( হঠাৎ হাতে বুক চাপিয়া যন্ত্রণাসূচক ভঙ্গী করিতে লাগিল )

দুষ্মন্ত—কি হ'ল তোমার? শকুন্তলা, তোমার বুকে কি হ'ল?

শকুন্তলা—না—কিছু না···(সুস্থভাবে ) কি বলছিলেন বলুন!

দুষ্মন্ত—বলছিলাম, কোনো উপায় নেই?

শকুন্তলা—না মহারাজ।

দুষ্মন্ত—কেন বল তো!

শকুন্তলা—আমাদের শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে এখান থেকে কোথায়ও যেতে পারি না। শেষ হ'লে তবে।

দুষ্মন্ত—তুমি বুঝতে পেরেছ আমি কি বলতে চাই ?

শকুন্তলা—স্পষ্ট ক'রে কিছু বুঝতে পারিনি—আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিয়ের কথা বলতে চান।

দুষ্মন্ত—চোখ দেখে কি ক'রে বুঝলে ?

শকুন্তলা—এটা অ-নাথ আশ্রম, এখানে নাথ সংগ্রহ নিষেধ কিনা তাই ঐ কথাটা আমরা সব সময়েই মনে রাখি। তাই কেউ কিছু বলার আগে ঐটেই মনে পড়ে। কিন্তু আমার অনুমান যদি ভুল হয় তা হ'লে আমাকে মাপ করবেন মহারাজ।

দুষ্মন্ত—তোমার আর শিক্ষার দরকার নেই, যেটুকু শিখেছ ওতেই কাজ চলবে। ( গদগদ ভাবে ) শকুন্তলা,…আমি তোমাকে—

শকুন্তলা—( অতি আনন্দে অথচ লজ্জিতভাবে ) আপনি !… আমাকে !…

দুষ্মন্ত—হ্যাঁ শকুন্তলা, আমি তোমাকে…

শকুন্তলা—বলুন মহারাজ।

দুষ্মন্ত—ভালবাসি।

শকুন্তলা—( লজ্জানত মুখে ) ভা—ল—বা—সে—ন !

দুষ্মন্ত—হ্যাঁ শকুন্তলা, ভালবাসি।

শকুন্তলা—( আপন মনে, উদাস দৃষ্টিতে ) ভালবাসি…ভালবাসি… মহারাজ, কি চমৎকার কথাটি। সমস্ত দেহে শিহরণ জাগে, সমস্ত মনে পুলক খেলে যায়। এমন কথা আগে কখনো শুনিনি…

দুষ্মন্ত—তোমার কাছে নতুন তাই ও রকম বোধ হচ্ছে...কিন্তু আমার কাছে কথাটা পুরনো হয়ে গেছে শকুন্তলা।

শকুন্তলা—আপনি এ কথা আরও বলেছেন ?

দুষ্মন্ত—পনেরো বিশ বছর ধ'রে ঐ একই কথা বলছি।

শকুন্তলা—আপনি কত ভাগ্যবান, মহারাজ।

দুষ্মন্ত—অনেকগুলো বিয়ে করেছি কিনা! সবাইকে ঐ একই কথা বলতে হয়।

শকুন্তলা—আপনার তো তা হ'লে ভয় ভেঙে গেছে মহারাজ। আমার যে মনে করতেই ভয়ে সমস্ত গা শিউরে উঠছে।

দুষ্মন্ত—কোনো ভয় নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে দুদিনে। শকুন্তলা, আমি তোমাকে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে বাঁধব।

শকুন্তলা—সে কি মহারাজ ?

দুষ্মন্ত—সে এখন বুঝে কাজ নেই, তিন আইনের কথা—যথা সময়ে বুঝিয়ে দেব।

শকুন্তলা—মহারাজ, আপনি কি তিন আইনে বাঁধার জন্যই ভালবাসার কথা শোনাচ্ছেন ?

দুষ্মন্ত—তিন আইনকে তুমি তুচ্ছ করছ ?

ছদ্মবেশী কণ্ব চিন্তিতভাবে সরিয়া গেল

কণ্ব—( অন্তরাল হইতে ) মহারাজ, কোথায় আপনি ?

দুষ্মন্ত—সর্বনাশ হয়েছে! শকুন্তলা, আমাদের একটা এন্‌গেজমেন্ট

হ'য়ে যাক। ঠিক, তোমার আংটিটা আমাকে দাও, আমারটা তুমি নাও, দাও হাতে পরিয়ে দিই, তাড়াতাড়ি।

শকুন্তলার কম্পিত আঙুলে পরাইল।

কণ্ব—( অন্তরাল হইতে ) মহারাজ, কোথায় আপনি ?

শকুন্তলা—( কাঁপিতে কাঁপিতে ) আপনি পালান মহারাজ।

দুষ্মন্ত—দাও তোমার আংটিটা খুলে দাও, দেরি ক'রো না।

শকুন্তলা—কিন্তু আমারটা যে পিতলের।

দুষ্মন্ত—তা হোক, দেরি ক'রো না। ( আংটি লইয়া পরিল )···এই বার পালাও, ছুটে পালাও। ( শকুন্তলার দ্রুত প্রস্থান )

কণ্ব—( অন্তরাল হইতে ) মহারাজ !

দুষ্মন্ত—এই যে এখানে আমি। একটা হরিন নিয়ে খেলা করছি !

কণ্ব—হরিন এল কোত্থেকে ? আশ্রমের দশটা হরিন তো ও ধারে জল খাচ্ছে।

দুষ্মন্ত—আজ্ঞে হরিন ঠিক নয়, অনেকটা হরিনের মতো দেখতে।

কণ্ব—( অন্তরাল হইতে ) ওকে ছেড়ে অফিসের দিকে আসুন।

দুষ্মন্ত—যাই। ( প্রস্থান )

অন্যদিক হইতে বিদূষকের প্রবেশ। তাহার চেহারা উন্মাদের মতো, কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ক্রমাগত একটা মশা ধরিবার জন্য তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতেছে।

বিদূষক—সব মশার চেহারা এক, কিন্তু এই হতভাগা আমার রক্ত

খেয়েছে—এটাকে মারতেই হবে। ( মশা মারার ভঙ্গীতে ) শোষণ নীতি যে দেখছি এখানে আগে থাকতেই চালু হ'য়ে আছে! এ যে দেখছি জোঁকের গায়ে জোঁক। ও সব চালাকি চলবে না, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে একটিকেও রাখব না।

লাফাইয়া লাফাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিল।

যাঃ হতভাগাকে যে আর দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু পালাবে কোথায়? ( সুর করিয়া ) "মারিব মারিব সখা নিশ্চয় মারিব—সখা নিশ্চয় মারিব—" না মারলে চলবে না।

মশা খুঁজিতে খুঁজিতে প্রস্থান। ড্রাইভার ও ক্লীনারের প্রবেশ।

ড্রাইভার—দৈববাণীর কথা শুনে মিছিমিছি ঠকলাম ক্লীনার ভাই। এইটেই তো উত্তর দিক, অথচ এখানে মহারাজের চিহ্ন নেই।

ক্লীনার—এই ভূতের রাজ্যে সবাই মারা যাব দেখছি। আমার তো রীতিমতো ভয় হচ্ছে। মহারাজ কোথায় গেলেন বল তো ভাই ড্রাইভার।

ড্রাইভার—ভয়ের কথা ব'লে লাভ নেই, মহারাজের কিছু হ'লে ভেবেছ আমরা বেঁচে যাব?

ক্লীনার—মহারাজ বেঁচে গেলেই যে আমাদের কিছু হবে না, এ ধারণাই বা তোমার কি ক'রে হ'ল?

ড্রাইভার—তোমার কথা আরও গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। কি মনে হয় সেইটে খুলে বল না।

ক্লীনার—আচ্ছা, মহারাজকে এরা বন্দী করেনি তো ?

ড্রাইভার—বন্দী করবে কেন ?

ক্লীনার—টাকা আদায়ের মতলবে। দেখলে না, ফস্ ক'রে ঘরে ঢুকে সবার পকেটে হাত দিল গুণ্ডারা।

ড্রাইভার—গুণ্ডা কোথায় ? ওরা তো সবাই মুনি।

ক্লীনার—ওটা ছদ্মবেশ। ওরা ছদ্মবেশী গুণ্ডা, আর না হয় তো ছদ্মবেশী ভূত। কিন্তু ঐ দেখ দুই দেবী আসছেন এদিকে।

অনসূয়া আর প্রিয়ংবদার প্রবেশ। ড্রাইভার আর ক্লীনার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। অনসূয়া প্রিয়ংবদা স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ।

ড্রাইভার—( কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া ভয়ে ভয়ে ) মাপ করবেন, আপনারা কে জানতে পারি ?

কেহ কোন কথা কহিল না।

ক্লীনার—পরিচয় দিতে লজ্জা পাবেন না। আপনারা অদৃশ্য হ'য়ে থাকেন সেটা আমরা জানি, আপনাদের হঠাৎ দেখে ফেলেছি, সে জন্যে আমাদের ক্ষমা ক'রবেন।

তথাপি কোনো উত্তর নাই।

আপনারা কথা বলুন, ছলনা করবেন না। আমাদের মহারাজ কোথায় দয়া ক'রে সেইটে বলুন। বলুন জোড়হাতে অনুরোধ করছি।

ড্রাইভার—নতজানু হ'য়ে অনুরোধ করছি। (উভয়ে নতজানু হইল )

অনসূয়া—উঠুন, বলছি। ( ক্লীনার ও ড্রাইভার উঠিল )

প্রিয়ংবদা—( ড্রাইভারকে ) আপনার হাতে ওটা কি ?

ড্রাইভার—স্টিয়ারিং চক্র। স্টিয়ারিং হুইলও বলতে পারেন !

প্রিয়ংবদা চমকাইল

অনসূয়া—( ক্লীনারকে ) আপনার হাতে ওটা কি ?

ক্লীনার—মবিল অয়েল। তেল। ( অনসূয়া চমকাইল )

প্রিয়ংবদা—( ড্রাইভারকে ) আপনাকে কোথায় দেখেছি।

অনসূয়া—( ক্লীনারকে ) আপনাকেও কোথায় দেখেছি।

ড্রাইভার—তা দেখবেন বৈকি, আপনাদের দৃষ্টি তো জঙ্গলে আটকায় না।

প্রিয়ংবদা—বোধ হয় স্বপ্নে দেখেছি।

অনসূয়া—আমিও স্বপ্নে দেখেছি।

ড্রাইভার—প্রত্যক্ষ দেখাকেই কি স্বপ্নে দেখা বলেন ?

প্রিয়ংবদা—না। আচ্ছা আপনি কে ?

ড্রাইভার—আমি মহারাজের ড্রাইভার।

প্রিয়ংবদা—( বিস্ময়ে ) ড্রাইভার !

অনসূয়া—( ক্লীনারকে ) আপনি কে ?

ক্লীনার—আমি মহারাজের ক্লীনার। সংস্কারক।

অনসূয়া—( বিস্ময়ে ) ক্লীনার !

প্রিয়ংবদা—( আপন মনে ) ড্রাইভার !

ড্রাইভার—হ্যাঁ, ড্রাইভার, আমি মহারাজকে চালনা করি।

অনসূয়া—( আপন মনে ) ক্লীনার !

ক্লীনার—আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্লীন করি এবং তেল ঢালি ।

অনসূয়া—মাথায় বুঝি ?

ক্লীনার—আজ্ঞে না, মহারাজের ইঞ্জিনে ।

অনসূয়া—আপনাকে তেল ছাড়তে হবে ।

ক্লীনার—বলেন কি ! তেল ছাড়লে খাব কি ?

অনসূয়া—আপনি তেল খান ?

ক্লীনার—না না, তেল ঠিক খাই না, তবে তেলই আমাকে খাওয়ায়। কারণ হচ্ছে, তেল না হলে মহারাজ চলতে পারেন না, আর মহারাজ না চললে আমরা সব দিক দিয়ে অচল হ'য়ে পড়ি ।

প্রিয়ংবদা—( ড্রাইভারকে ) আপনি এই চক্র ছাড়তে পারেন ?

ড্রাইভার—ছাড়তে পারি, কিন্তু এইটেই যে আমার শক্তি, এইটে দিয়ে মহারাজকে চালাই ।

প্রিয়ংবদা—কাউকে কিছু ছাড়তে হবে না ।

ড্রাইভার—না, আমরা ছাড়বই । ( স্টিয়ারিং মাটিতে ফেলিল )

ক্লীনার—আমিও তেল ছাড়ব । ( টিন মাটিতে ফেলিল )

ড্রাইভার—দেখুন, আমরা মহারাজকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আপনারা দয়া ক'রে তাঁর সন্ধান দেবেন ?

অনসূয়া—যদি কথা শোনেন তা হ'লে দেব ।

ড্রাইভার—নিশ্চয় শুনব, না শুনে উপায় আছে ?

প্রিয়ংবদা—আমাকে চালানো শেখাতে হবে।

অনসূয়া—আমাকে সংস্কার করা শেখাতে হবে।

ড্রাইভার—রাজি।

ক্লীনার—আমিও রাজি।

প্রিয়ংবদা—কখন ?

ড্রাইভার—মহারাজকে খুঁজে পেলেই।

প্রিয়ংবদা—তা হ'লে এই পথে যান।

অনসূয়া—না না, ও পথে না। আপনারা কিছুক্ষণ পরে আবার এখানেই আসুন, আমরা ততক্ষণ মহারাজকে খুঁজে বা'র করি।

ড্রাইভার—যথা আজ্ঞা।

অনসূয়া—ফিরে আসতে হবে কিন্তু, নইলে কি যে হয় বলা যায় না।

ড্রাইভার—নিশ্চয় আসব।

ক্লীনার—না এসে উপায় আছে ? নিশ্চয় আসব।

( উভয়ের প্রস্থান )

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুজনেই শূন্যে চাহিয়া আপন মনে পাইচারি করিতে লাগিল। মুখে তাদের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রিয়ংবদা—( স্মিত মুখে ) মহারাজের ড্রাইভার! কি সুন্দর ইংরেজি কথাটি। কথাটির মানে জানতাম না, বলল "চালক"। নিশ্চয় খুব মাননীয় লোক, নইলে মহারাজকে চালায়।

অনসূয়া—ক্লীনার কথাটি শুনতে আরও মধুর। মহারাজের ক্লীনার! ক্লীন ক'রে তারপর ইঞ্জিনে তেল ঢালে।

প্রিয়ংবদা—দরকার নেই ক্লীনার! ড্রাইভারই ভাল। যেমন কথাটি, মর্যাদাও তেমনি।

অনসূয়া—ক্লীনার বুঝি খারাপ হ'ল? তেলের কথা ভাবতে আমার ভারি হাসি পাচ্ছে। স্বপ্নের কথা মনে আসে। তেল-মাখা হাত যত ধরতে যাচ্ছি ততই ফস্কে যাচ্ছে! সে এক ভারি মজা।

প্রিয়ংবদা—ড্রাইভারের সঙ্গে তুলনাই হয় না। যে মহারাজকে চালায় তাকে চালাতে পারলে সে আরও মজা। এ আর ফস্কে যাবার উপায় নেই।

ফিতের সাহায্যে জমি মাপিতে মাপিতে বিদূষকের প্রবেশ। তাহার দৃষ্টি জমিতে নিবদ্ধ।

বিদূষক—আট হাজার বারো। (পুনরায় ফিতে ফেলিয়া) আট হাজার চব্বিশ।

প্রিয়ংবদা—কে—কে আপনি?

বিদূষক—(নীচের দিকে চাহিয়াই) শোষণ পরিকল্পনার ভারটা আমিই নিয়েছি—তাই জমিটা আগে মেপে দেখছি।

অনসূয়া—দেখুন—

বিদূষক—(দু'জনকে দেখিয়া চমকাইয়া) আমি···ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি দেখছি।

প্রিয়ংবদা—বুঝলাম না আপনার কথা।

বিদূষক—সৃষ্টির আদিতে ছিল এক, এখন দেখছি, এক

নিজেকে ভাগ ক'রে হয়েছে দুই। ব্রহ্মা নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন।

অনসূয়া—কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিদূষক—কিছুক্ষণ আগে দেখেছি এক—এখন দেখছি দুই। ( একে একে দুই জনকে দেখিল )

প্রিয়ংবদা - এ সব কি বলছেন ? আপনার হাতে ওটা কি ?

বিদূষক—আপনার দুটো প্রশ্ন, কোনটার উত্তর আগে দেব ?

অনসূয়া—আগে বলুন আপনি কে।

বিদূষক—"আমি কে" যদি জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন তা হ'লে বলতে পারব না। কেন না "আমি কে" এই কথাটা আমিই বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসছি—উত্তর পাই না।

অনসূয়া—কেন ?

বিদূষক—নিজেকে প্রতিমুহূর্তে নতুন মনে হয়। সকালে আমাকে যা মনে হয়, দুপুরে দেখি আমি সম্পূর্ণ আর একজন। সন্ধ্যার দিকে আবার সব উল্টে যায়।—তখন আবার নিজেকে নতুন মনে হয়।

প্রিয়ংবদা—ও ! আপনি বহুরূপী ?

বিদূষক—অনেকটা ধরেছেন। কিন্তু চেহারার দিক দিয়ে যদি বলেন তা হ'লে কথাটা ঠিক হবে না।

অনসূয়া—আপনি এ বেলা কে তাই বলুন।

বিদূষক—সেইটেই তো বলছিলাম। এ বেলা আমি ঈশ্বরের

দৃষ্টিলাভ করেছি! যেন তাঁরই দৃষ্টিতে প্রথম সৃষ্টির মাধুর্য দেখছি।

প্রিয়ংবদা—সেটা কি বুঝিয়ে বলুন।

বিদূষক—খানিক আগে যা দেখেছি এক—এখন তাই দেখছি দুই। আপনাদেরই দুজনকে দেখছি। আপনারাই তখন এক ছিলেন।

প্রিয়ংবদা—বুঝেছি গো বুঝেছি। আমরা কিছুক্ষণ আগে ছিলাম এক, এখন হয়েছি দুই। আপনি বলছেন, আগে আমাদের মনের মিল ছিল, এখন দুজনে ঝগড়া করছি। তা হ'লে শুনুন। সখী বলছে ক্লীনার বড়, আমি বলছি ড্রাইভার বড়—এই নিয়ে আমাদের ঝগড়া লেগেছে।

বিদূষক—সমস্যা কঠিন।

প্রিয়ংবদা—আপনিই একটা মীমাংসা ক'রে দিন না।

বিদূষক—তাই তো, ভাবিয়ে তুললেন। দার্শনিক প্রশ্ন। ড্রাইভার বড় কি ক্লীনার বড়। ড্রাইভার অর্থাৎ চালক, আর ক্লীনার, সংস্কারক।·· এরা দুজনেই বড়। চালক আর সংস্কারক, একজনকে ছেড়ে আর একজন থাকতে পারে না। একজন সমস্ত গ্লানি দূর ক'রে, সমস্ত অন্ধতা দূর ক'রে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, পথ প্রস্তুত করেন, তখন চালকের পক্ষে কাজ সহজ হয়। চালক এসে তখন চলার মন্ত্র পাঠ করেন।

প্রিয়ংবদা—তা হবে। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস, ড্রাইভার বড়।

ড্রাইভারের হাতে চক্র, কিন্তু ক্লীনারের হাতে তেল। ( আপন মনে ) মহারাজের ড্রাইভার !

বিদূষক—কি বললেন ? মহারাজের ড্রাইভার ! কোন মহারাজের ড্রাইভার ?

প্রিয়ংবদা—মহারাজ দুষ্মন্তের ড্রাইভার।

অনসূয়া—আর মহারাজ দুষ্মন্তের ক্লীনার।

বিদূষক—ও ! ( অবাক হইয়া দুই জনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল )...দেখুন, আপনারা ভুল ক'রে মিছিমিছি আমার কাছে আপনাদের গোপন কথা বলে ফেললেন।

প্রিয়ংবদা—মানে ?

বিদূষক—মানে বুঝলে আরও দুঃখ পাবেন।

অনসূয়া—কেন, আপনিই তো আগে বললেন আমাদের ঝগড়ার কথা জানেন।

বিদূষক—আমি এখন বদলে গিয়েছি। আগে যে-আমি বলেছি এখন আর সে-আমি নেই।

প্রিয়ংবদা—না, আপনাকে বলতেই হবে।

বিদূষক—বলতেই হবে ?

প্রিয়ংবদা—বলতেই হবে।

বিদূষক—আগে আমি একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম সেই মেয়েটিই ভাগ হয়ে দু'জন হয়েছে।

অনসূয়া—তাকে কোথায় দেখেছিলেন ?

বিদূষক—দক্ষিণ-পূব কোণে।

প্রিয়ংবদা—ও! (অবাক হইয়া বিদূষকের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল) অনসূয়া, চল চল—এ সব গোলমেলে কথার মধ্যে আমরা থাকব না। উনি শকুন্তলাকে দেখেছেন। চল চল।

অনসূয়া—চল। আবার বৈখান এদিকে আসছেন কাকে নিয়ে। এইবার পালিয়ে যাই।

**উভয়ের প্রস্থান। বিদূষক পুনরায় আপন মনে জমি মাপিতে বসিল। উত্তেজিত ভাবে বৈখান ও একজন মুনির প্রবেশ।**

বৈখান—দেখুন, পুরোহিত ঠাকুর, এই আশ্রমের সব জায়গায় কি রকম একটা পাগলা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে এই রকম লক্ষণ সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি।

পুরোহিত—গ্রহ কুপিত হয়েছে, শান্তি দরকার।

বৈখান—আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব। শুনুন, আমি এই আশ্রমের তিনটি মেয়ের হস্তরেখা বিচার করে দেখেছি, তারা আজ রাত্রে মারা যাবে।

পুরোহিত—মারা যাবে! তা হ'লে তো ভয়ংকর ব্যাপার। মৃত্যু বাঁচাতে হ'লে যজ্ঞের আয়োজন করা দরকার। আর তো বিলম্ব করা চলবে না। এখুনি করা দরকার।

বৈখান—আপনাকেই সে ভার নিতে হবে।

পুরোহিত—আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

বিদূষক—আট হাজার ছত্রিশ।

বৈখান—কে? এ কি! মহারাজের বিদূষক! আপনি এখানে কি করছেন?

বিদূষক—এটা আমাদের শোষণ পরিকল্পনা।

বৈখান—কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

বিদূষক—এই পরিকল্পনায় এখানকার জঙ্গল কাটা হবে, এখানে বড় বড় ঘর তৈরি হবে, কলের তাঁত বসবে, এখানকার মশা মারতে হবে, আরও অনেক কিছু হবে। মহারাজ এই ভাবে শোষণ করবেন, আর আপনারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবেন।

বৈখান—কিন্তু শোষণ ক্রিয়া তো আমাদের দরকার নেই।

বিদূষক—আমাদের দরকার আছে।

বৈখান—আমাদের দরকার না থাকলে তা আমরা হ'তে দেব না।

বিদূষক—অনিবার্যকে কেউ রোধ করতে পারে না।

বৈখান—পারে না?

বিদূষক—আজ্ঞে না। আচ্ছা, এখানে স্বয়ং পঞ্চশর ঢুকুন এটা কি আপনারা দরকার মনে করেন?

বৈখান—কখনো না।

বিদূষক—অথচ তিনি ঢুকেছেন।

বৈখান—ঢুকেছেন?

বিদূষক—হ্যাঁ, এবং সব জায়গায় খোঁচা মেরে বেড়াচ্ছেন।

বৈখান—অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বিদূষক—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি পৌঁছে গেছেন।

বৈথান—আমাকে দেখাতে পারেন ?

বিদূষক—ক'জনকে দেখতে চান ?

বৈথান—পঞ্চশর আবার কজন ?

বিদূষক - আমি বলছি, তিনি যাদের মৃতপ্রায় ক'রে তুলেছেন তাদের ক'জনকে দেখবেন ?

বৈথান—একজনকে অন্তত দেখান।

বিদূষক—তা হলে আসুন আমার সঙ্গে।

বৈথান—আসুন।—( উভয়ের প্রস্থান )

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

বিচার সভার স্থান

( কণ্ব একা চিন্তিত ভাবে ঘুরিতেছে—একজন প্রহরী মেট্রনকে লইয়া আসিল )

কণ্ব—আপনি আশ্রম থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন—কিন্তু পারলেন না তো! আর পালাবার চেষ্টা করবেন না, সব দিকে পাহারার ব্যবস্থা করেছি।

মেট্রন—আমি কি করব, আমি এখানে থেকে মরতে পারব না।

কণ্ব—অন্য জায়গায় গিয়ে মরতে রাজি আছেন?

মেট্রন—আপনি কথা বলবেন না আমার সঙ্গে, আপনার মুখ দেখলে আমার ভয় হয়।

কণ্ব—মুখ কি আর ইচ্ছে ক'রে দেখাচ্ছি? আপনি আমার উপর ভরসা করতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, আশ্রম বন্ধ হ'লে আপনার জন্যে কিছু ক'রে দিতে।

মেট্রন—তা বলেছিলাম, কিন্তু এখন আর বলছি না। আপনি আমাকে খুন ক'রে সব মীমাংসা করতে চান? আপনি রক্ষক হ'য়ে ভক্ষক হ'তে চান?

কণ্ব—আমি বলিনি যে হত্যা করবই। বলেছি, দরকার হ'লে তাও করতে হবে। যদি সে রকম অবস্থা হয়—তা হ'লে দরকার হ'তেও পারে। যাই হোক, কোনো একটা ব্যবস্থা আমি আপনার জন্ম করবই।

মেট্রন—আমার কেবল গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। ( কাঁদিয়া ) ওগো কি সর্বনাশ হ'ল আমার! কি সর্বনাশ হ'ল আশ্রমের!

কণ্ব—থামুন থামুন, নইলে কোনো ব্যবস্থাই করতে পারব না। এখন কি চঞ্চল হওয়ার সময়? এখন চুপচাপ ব'সে শান্ত মনে ত্যাগের জন্ম প্রস্তুত হ'তে থাকুন। একটা বিপর্যয় যখন আসছেই তখন কিছু ত্যাগ করতেই হবে। সবারই করতে হবে—কেউ নিষ্কৃতি পাবে না।

মেট্রন—এখানে যদি থাকতে পাই তা হ'লে রাজি আছি। আপনারা সবাই যদি ত্যাগ করতে পারেন, আমিও পারব। কিন্তু আমার আছেই বা কি আর ছাড়বই বা কি। মাত্র দশটি টাকা মাসে পাই, তাও যদি ছাড়তে বলেন—ছাড়ব।

কণ্ব—উত্তম কথা। প্রহরী, এঁকে এখন নিয়ে যাও। ( প্রহরী মেট্রনকে লইয়া গেল )

সীমানা-সচিবের প্রবেশ

সীমানা-সচিব—মহারাজ শকুন্তলাকে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে বিয়ে করতে চান এটা আপনি নিজে শুনেছেন?

কণ্ব—আমি নিজে শুনেছি। আর সেই জন্যেই তো মন বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। কারণ রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হ'লে আমার থিয়োরিটা খাটবে না।

সীমানা-সচিব—তা হ'লে হিন্দু মতেই বিয়েটা হ'য়ে যাওয়া উচিত।

কণ্ব—দেখছি আর এক চাল চালতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মহারাজকে আর কিছু ভাবতেই দেওয়া হবে না।

সীমানা-সচিব—সেইটে করতে পারলেই ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কণ্ব—দেখ, বিচারের ভিতর দিয়েই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে। কি ভাবে করতে হবে সেটাও এর মধ্যে ভেবে নিয়েছি। তোমরা প্রস্তুত হ'য়ে থাক, ডাকলেই আসবে।

সীমানা-সচিব—( যাইতে যাইতে ) আমরা প্রস্তুত থাকব।

কণ্ব—মহারাজকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে যাও।

সীমানা-সচিব—এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ( প্রস্থান )

কণ্ব দুই হাত পিছনে দিয়া মুখ নীচু করিয়া চিন্তারত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দুষ্মন্তের প্রবেশ।

দুষ্মন্ত—( উদাসীন ভাবে ) জ্বলে গেল...উঃ জ্বলে গেল......

কণ্ব—( সহসা ফিরিয়া ) মহারাজ, কিছুই ভাল ক'রে বলছেন না, সেই তখন থেকে "জ্বলে গেল" "জ্বলে গেল" করছেন, এর মানে কি?

দুষ্মন্ত—কিছু মানে নেই, খালি জ্বলে যাচ্ছে।

কণ্ব—কিছুই বুঝতে পারছি না।

দুষ্মন্ত—না-বোঝার দায়িত্ব আমার নয়।

কণ্ব—যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল।

দুষ্মন্ত—যেতে নিষেধ করলেন কেন? আমার এই সর্বনাশ কেন করলেন সার?

কণ্ব—( দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ) হুঁ! মহারাজ, শুনুন! শুনুন, আপনি যে রকম উন্মাদ হ'য়ে উঠেছেন তাতে আপনাকে গোটাকত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দরকার হ'য়ে পড়েছে। জবাব দেবেন আমার প্রশ্নের?

দুষ্মন্ত—কিছু সুবিধা হয় তো দিতে পারি, নইলে বাজে কথা কইবার মতো প্রবৃত্তি আমার নেই, সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। উঃ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—

কণ্ব—ব'য়ে গেল।……কিন্তু পুরুষের মতো সোজা আমার চোখের দিকে চেয়ে বলুন তো আপনার দেনা কত?

দুষ্মন্ত—দেড়শ বছর বয়স হ'ল, বিষয়-বুদ্ধি তো দেখছি এখনও বেশ ধারালো আছে!

কণ্ব--মাথা খারাপ করবেন না মহারাজ।

দুষ্মন্ত—আপনিই তো আমার মাথা খারাপ ক'রে দিচ্ছেন। আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনি আমার হাঁড়ির খবর বা'র ক'রে নিতে চান?

কণ্ব—না, আমি সে রকম কোনো চেষ্টাই করিনি। আপনি নিজেই নিজের চরিত্র প্রকাশ করছেন।

দুষ্মন্ত—দেখুন আমাকে মফঃসলের লোক পাননি যে যা-তা ব'লে ভোলাবেন। বলুন, আমার দেনার খবরে আপনার কি কাজ? আমি এ সব সহ্য করব না।

কণ্ব—আপনার বিকার সারাতে হ'লে ঐ খবরটা যে ভয়ানক দরকার। আপনি উত্তেজিত হ'লে অসুখ আরও বেড়ে যাবে, অকারণ উত্তেজিত হবেন না।

দুষ্মন্ত—কেন উত্তেজিত হব না? উত্তেজিত হওয়ার স্বাধীনতাও আপনি কেড়ে নিতে চান? সে কিছুতেই হবে না।...আমি উত্তেজিত হবই, দেখি আপনি কি করতে পারেন।

দুষ্মন্ত ভয়ানক উত্তেজিত ভাবে হাত পা চালনা করিতে লাগিল।

শকুন্তলা—কিন্তু মহারাজ, দেনার কথা যে আমারও শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দুষ্মন্ত—দেখ, তোমরা সবাই অকারণ আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলছ। এর ফল ভাল হবে না বলছি।

কণ্ব—মহারাজ, আপনি অপরাধ করেছেন। আপনি আশ্রমের আইন অমান্য করেছেন। এখন আপনার বিচার হবে। বিচারে যদি দোষী প্রমাণিত হন তা হ'লে আপনাকে নির্দিষ্ট শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

দুষ্মন্ত—অভিযোগ করছেন আপনি, বিচারও করবেন আপনি? সে বিচার আমি মানব না।

কণ্ব—আমি একা বিচার করব না। বিচার সভা বসবে এখুনি।

সভায় যাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাঁরাই বিচার পরিচালনা করবেন।

দুষ্মন্ত—আমার পক্ষে উকিল লাগাতে পারব তো ?

কণ্ব—উকিল রাখায় কোনো বাধা নেই।

দুষ্মন্ত—( কিছু চিন্তার পর ) আমার পক্ষে উকিল হবে আমার বিদূষক।

কণ্ব—কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শুনুন, বিচারে চরম দণ্ড পর্যন্ত হ'তে পারে। সুতরাং বিচারের আগে আপনার যা যা বাসনা থাকে বলুন, আমরা তা পূর্ণ করব। হ্যাঁ, তবে "বিচার বন্ধ করুন" এমন বাসনা প্রকাশ করলে তা পূর্ণ হবে না, সেটা আগেই জানিয়ে রাখছি।

দুষ্মন্ত—আপনি ঝানু লোক, আপনার হাত থেকে বাঁচা শক্ত হবে দেখছি।

কণ্ব—কি আপনার বাসনা আগে বলুন।

দুষ্মন্ত—আপাতত এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন ?

কণ্ব—নিশ্চয় পারি। এখুনি খাবেন ? (কণ্ব বাহিরের দিকে তাকাইল)

**ইতিমধ্যে দুষ্মন্ত হাত তুলিয়া শকুন্তলাকে ইঙ্গিত করিতেছে। শকুন্তলাও সেইরূপ করিতেছে। কণ্ব সে দিকে তাকাইতেই দুষ্মন্ত মশা মারার অজুহাতে ব্যাপারটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।**

দুষ্মন্ত—( হাসিয়া ) বড্ড মশা আপনাদের আশ্রমে।

কণ্ব—ঐ তো সব জীবাণুর বাহক। কিন্তু চা এখন খাবেন কি ?

দুষ্মন্ত—এখুনি খাব।

কণ্ব—একটু অপেক্ষা করুন, চায়ের ব্যবস্থা করছি।

দুষ্মন্ত—অথচ আগে আপনার অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট বলছিলেন আশ্রমে চা নেই।

কণ্ব—ঠিকই বলেছিলেন তিনি। আমরা অতিথির অভ্যর্থনার জন্য চা দিই না, দণ্ড দেবার আগে দিই।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে সোমরসও আছে নিশ্চয়। খাওয়াবেন কিছু?

কণ্ব—মৃত্যুদণ্ড হ'লে তাও পাবেন। মৃত্যুদণ্ড না হ'লে সোমরস দেওয়া হয় না। চা ছাড়া অতিরিক্ত যা এখন পেতে পারেন সে হচ্ছে আশ্রম বালিকাদের গান। শুনবেন গান?

দুষ্মন্ত—হ্যাঁ হ্যাঁ, এ সব বলতে হবে কেন? আপনি যা যা দিতে পারেন সবই আনুন। আমি সব চাই। ধ'রে নিন চরম দণ্ডই দিচ্ছেন।

কণ্ব- আপনি অপেক্ষা করুন।

**কণ্বের প্রস্থান। কণ্ব চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা জলে গেল স্থলে গেল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর—**

শকুন্তলা—মহারাজ ঐ পিতলের আংটিটা হাত থেকে খুলে ফেলুন, ওটা আপনার হাতে মানায় না।

দুষ্মন্ত—না শকুন্তলা, এ আর পিতল নেই। তোমার হাতে থেকে এ এখন সোনার চেয়েও দামী। তা ছাড়া এই আংটির সাহায্যেই আমাদের কনট্রাক্ট হয়েছে।

কলা ও চা লইয়া একজন পরিচারিকার প্রবেশ। শকুন্তলা সেগুলি লইল। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

শকুন্তলা—আগে এইগুলি খান, আংটির কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

দুষ্মন্ত—তুমি বুঝলে না শকুন্তলা, আমার হৃদয়ের কথা বুঝলে না। (একটি কলা লইয়া।) এখন একটার বেশি কলা খেতে পারব না। (খাইল) তুমি আর আমাকে খেতে অনুরোধ ক'রো না। (চা খাইতে লাগিল।)

শকুন্তলা—জোর করে খাওয়াব না। কিন্তু প্রিয়তম, আমি একটা খাই?

দুষ্মন্ত—শকুন—

শকুন্তলা—দুষমন—

দুষ্মন্ত—তুমি বাকী সব গুলো খাও।

শকুন্তলা—না প্রিয়তম, আমারও হৃদয় কেমন যেন হ'য়ে গেছে, আমিও একটা খাই। (খাইল)

দুষ্মন্ত—শকুন, তোমার সঙ্গে আমার বোধ হয় এই শেষ দেখা। যদি মৃত্যুদণ্ড হয় তা হ'লে এ জীবনে তো আর তোমাকে পাওয়া যাবে না।

শকুন্তলা—হয়তো তাই।

দুষ্মন্ত—তোমার দুঃখ হবে না?

শকুন্তলা—আমাদের আশ্রমের এমন শিক্ষা যে আমরা অনেক

জিনিস থেকে বঞ্চিত থেকেও সব সহ্য করতে পারি। কিন্তু দুষমন, আপনি সহ্য করবেন কি ক'রে? আপনি সারা জীবন কেবল ভোগ করেই আসছেন,—পনেরো বিশ বছর ধ'রে কেবল বিয়ে করেই আসছেন।

দুষ্মন্ত—তুমি তা হ'লে বুঝেছ আমার দুঃখ?

শকুন্তলা—বুঝেছি। আপনি মরতে ভয় পাবেন। এখনও আপনার অনেক ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

দুষ্মন্ত—তুমি আমাকে তা হ'লে সত্যিই ভালবাস?

শকুন্তলা—সৌভাগ্যবানকে কে না ভালবাসবে? মহারাজ, আপনি ক'টি বিয়ে করেছেন?

দুষ্মন্ত—এ সময় বিদূষককে পেলে হ'ত। সেই ওসব হিসেব রাখে। আমার যতদূর মনে হয় আশীটি। কিন্তু বিদূষকের ধারণা আরও বেশি।

শকুন্তলা—আর শুনতে চাই না মহারাজ। আমি ভাগ্যহীনা, আমার ভাগ্যে—মহারাণীর সুখ একেবারেই স্বপ্ন। আহা-হা! আ-শী-জ ন মহারাণী! মহারাজের এত ভালবাসা তারা পাচ্ছে। মহারাজ, আপনার হৃদয় প্রেমের সাগর না হ'লে এত স্ত্রী ঘরে আনতে পারতেন না।

দুষ্মন্ত—তুমি ঠিক বলেছ শকুন্তলা। পঞ্চাশটি কুকুর পুষি ব'লেই তো লোকে আমাকে কুকুর-প্রেমিক বলে! কিন্তু আমার এক এক সময় সন্দেহ হয়।

শকুন্তলা—কি সন্দেহ মহারাজ ?

দুষ্মন্ত—সন্দেহ হয় এই যে একজনের ভালবাসা আধাভাগে ভাগ হলে সেটা ঠিক ভালবাসা থাকে কি না।

শকুন্তলা—কেন থাকবে না ? কতকগুলো জিনিস ভাগ করলেও তার গুণ নষ্ট হয় না। যেমন ধরুন বিদ্যা।

( পরিচারিকার প্রবেশ )

পরিচারিকা—আশ্রমপতি জানতে চাইলেন চা খাওয়া শেষ হয়েছে কিনা।

শকুন্তলা—হয়েছে। ( পেয়ালা লইয়া পরিচারিকার প্রস্থান )

দুষ্মন্ত—শকুন্তলা, তুমি আমার সন্দেহ দূর করলে। তোমার বুদ্ধিতে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি। আমি মরতে চাই না, আমাকে তুমি বাঁচাও। কণ্বের বিচার থেকে আমাকে বাঁচাও।

শকুন্তলা—এ বিষয়ে আমার কোনো হাত নেই মহারাজ।

দুষ্মন্ত—আমি তা হ'লে তোমার সামনে মরব ?

শকুন্তলা—আমি সব সহ্য করতে পারি, মহারাজ।

দুষ্মন্ত—আমি বুঝতে পারছি, এখানে সব কিছুতে বঞ্চিত থেকে জীবনে অনেক কিছু যে পাওয়া যেতে পারে সে বিশ্বাসও তুমি হারিয়েছ। শোন শকুন্তলা, এখান থেকে তোমাকে লুকিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

শকুন্তলা—সে হয় না মহারাজ। লুকিয়ে যাবার দরকার নেই। যা হয় হোক না। সব অবস্থায় ভাগ্যকে মেনে নেওয়াই ভাল।

দুষ্মন্ত—( অভিমানের সুরে ) বুঝেছি।

শকুন্তলা—কিছুই বোঝেন নি। আপনি আশ্রমের নিয়ম কিছুই জানেন না। প্রেসিডেণ্ট হ'লেও এর সব নিয়ম আপনি ভাঙতে পারেন না।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে এই এতক্ষণ 'জ্বলে গেল' 'জ্বলে গেল' ক'রে চেঁচালে কেন? এদিকে তোমার উৎসাহ পেয়ে আমার পীড়াও যে বেড়ে গেল।

শকুন্তলা—'জ্বলে গেল' যখন থেকে বলছি, তখন থেকেই জলছি, এখনও জ্বলুনি থামেনি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) কখনো থামবে কি না কে জানে!

দুষ্মন্ত—শকুন্তলা—

শকুন্তলা—আপনার যে ছাই দেনা আছে।

দুষ্মন্ত—দেনাটাই কি বড় হ'ল? জমিদারি-দেনার সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক?

শকুন্তলা—দেনার দায়ে যদি আপনার সব বিক্রি হ'য়ে যায় তখন আপনার দুঃখ আমি সইতে পারব না।

দুষ্মন্ত—প্রিয়ে, পাগলের মত কথা ব'লো না। আমার সমস্ত রাজ্যটাই একটা লিমিটেড কম্পানি। জমিদারির দেনার জন্যে আমাকে ধরতে পারবে না।

শকুন্তলা—প্রিয়তম, লিমিটেড কম্প্যানি কাকে বলে জানি না, কিন্তু

তবু আপনার কথা বিশ্বাস করছি। আপনি একটু ধৈর্য ধ'রে থাকুন, দেখা যাক বিচারে কি হয়।

জুনিয়র ছাত্রীদের প্রবেশ

প্রথম ছাত্রী—আশ্রমপতি আমাদের পাঠিয়ে দিলেন গান শোনাবার জন্য।

দুষ্মন্ত—শোনাও। ( বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল )

জুনিয়রদের গান

ধান, ধান, ধান,
ধান আমাদের সকল আশা
ধান আমাদের প্রাণ।

ধানের নামে কি মায়া, কি মায়া গো
কি মায়া—
ধানের রঙে দেখি কার ঐ
স্নেহ চোখেরই ছায়া,
কি মায়া।

মোদের সকল হিয়ায় তাই তো জাগে
সোনার ধানের গান
ধান—ধান—ধান।

দুষ্মন্ত—ধানের গান শোনাতে তোমাদের কে বলেছে?

দ্বিতীয় ছাত্রী—কেন মহারাজ, এইটেই তো আমাদের সব চেয়ে ভাল কৃষি গান।

দুষ্মন্ত—কৃষি গান! কৃষি গান আমি শুনতে চাই না।

প্রথম ছাত্রী—মাপ করবেন মহারাজ, আমাদের ভুল হ'য়েছে। ভেবেছিলাম ধানের গান আপনার ভাল লাগবে, আপনি জমির মালিক, জমির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বেশি।

দুষ্মন্ত—জমির কথা তোমরা কি বুঝবে? ধানের জমি যে আমার সম্পত্তি! চিরস্থায়ী সম্পত্তি! ওতে কেবল মুনাফা আছে, ওর মধ্যে আনন্দ পাব কোথায়! বাজে কথা ব'লে বিরক্ত ক'রো না।

দ্বিতীয় ছাত্রী—আচ্ছা তা হ'লে চাষীদের গান গাই।

দুষ্মন্ত—ঐ হতভাগ্যদের গান? তোমরা কি ভেবেছ বল তো? জমিদার হ'য়ে শুনব তাদের গান—যারা কাল্‌চার বোঝে না, বোঝে শুধু এগ্রিকাল্‌চার? কৃষ্টি বোঝে না বোঝে কৃষি!

প্রথম ছাত্রী—আচ্ছা, তা হ'লে জমিদারি গান গাই।

দুষ্মন্ত—তার মানে?

প্রথম ছাত্রী - মানে প্রেমের গান।

দুষ্মন্ত—ঠিক ধরেছ তা হ'লে, আচ্ছা গাও।

গান

সখা ছলনা, সখা শুধু মায়া
　　　　সবি মায়া।
যারে ভাবিয়াছ চিরদিন তরে
রাখিবে তোমার আপনার ক'রে

হঠাৎ দেখিবে কোথায়ও সে নাই
আছে শুধু তার স্মৃতি-ছায়া।
হঠাৎ জোয়ারে ভাসাইবে কূল
কল কল স্রোত বহিবে আকুল—
এপার ওপার সব একাকার
কোথা দিক কোথা সীমানা তার।
হঠাৎ ভাঁটায় ভরা নদী হবে ক্ষীণ-কায়া।

দুষ্মন্ত—খুব ভাল খুব ভাল। ধানের চেয়ে ঢের ভাল। আচ্ছা এখন পালাও তোমরা এখান থেকে, আমি আর গান শুনতে চাই না। ( ছাত্রীদের প্রস্থান )

শকুন্তলা—মহারাজ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? জমির গান শুনে আপনি বিরক্ত হলেন কেন?

দুষ্মন্ত—বিরক্ত হব না? খুশী হ'লে তুমি ভাববে আমি কেবল জমির রাজা!—কিন্তু জান না শকুন্তলা, আমি জমির রাজার চেয়েও প্রেমের রাজা বেশি।

শকুন্তলা—মহারাজ, আপনার প্রেমের রাজ্যও লিমিটেড কম্পানি?

দুষ্মন্ত—( কাছে আসিয়া শকুন্তলার দুই হাত ধরিয়া গদগদ ভাবে ) হ্যাঁ শকুন্তলা, আমার প্রেমের রাজ্যও লিমিটেড কম্পানি। প্রেমে দেউলে হয়ে গেলেও আমার কিছু হবে না।

( বৈখান ও বিদূষকের প্রবেশ )

দুষ্মন্ত অপ্রস্তুত ভাবে শকুন্তলার হাত ছাড়িয়া দিল। শকুন্তলা সলজ্জ ভাবে সরিয়া গিয়া এক কোণে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

বিদূষক—হঠাৎ এসে পড়েছি মহারাজ, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আসুন বৈখান।

দুষ্মন্ত—শকুন্তলার হাতে বাত হয়েছে, তাই দেখছিলাম। এই আশ্রমটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল নয় দেখছি।

বিদূষক—সমস্ত অসুখের মূল হচ্ছে এখানকার মশা।

দুষ্মন্ত—তাই হবে। কিন্তু বৈখানকে নিয়ে কোথায় ঘুরছিলে?

বিদূষক—অমি কি আর ঘুরছি—আমার এতে কোনো হাত নেই মহারাজ। আমাকে কে যেন অন্যায় ভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে আপাততঃ বৈখানকে একটা জিনিস দেখাতে এনেছি।

বৈখান—নাঃ, আমি আর পারছি না—সব আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই আশ্রমে আমি নতুন এসেছি—সব নতুন লাগছে আমার চোখে।

বিদূষক—তা হ'লে তো আপনি জীবনের একটা সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। ঠিক আমারই মতো।

দুষ্মন্ত—শোন বিদু, জরুরি দরকার আছে তোমার সঙ্গে। কিন্তু তার আগে তোমার কাজ শেষ করে নাও। ওঁকে তুমি কি দেখাতে এনেছ?

বিদূষক—আজ্ঞে এক খুনে দেবতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—আশ্রমের সবার বুকে তিনি তীরের খোঁচা মেরে বেড়াচ্ছেন। আমার বিশ্বাস ছ'জন লোক ঘায়েল হয়েছেন এইখানে।

দুষ্মন্ত—কৈ, আমি তো তাঁকে দেখিনি।

বিদূষক—কিন্তু আমি জানি আপনার বুকেও তীর বিঁধেছে।

বৈখান—বিদূষক মশাই, আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি। আমি মুনি, কিন্তু আপনি ঋষি। আপনার দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না।

দুষ্মন্ত—তার মানে আপনি বলতে চান আমি ঘায়েল হয়েছি?

বৈখান—শুধু আপনি নন, শকুন্তলাও।

শকুন্তলা—কৈ আমি তো টের পাইনি।

বিদূষক—তীর এত সূক্ষ্ম যে খুব ভেবে না দেখলে টের পাওয়া যায় না।

দুষ্মন্ত—( বৈখানকে ) বিদূষক আপনাকে যা দেখাতে এনেছে তা হ'লে তা দেখেছেন?

বৈখান—আজ্ঞে দেখেছি।

দুষ্মন্ত—আপনি বাঁচালেন। আমি ভেবেছিলাম জামা খুলে দেখাতে হবে। মহিলার সাম্‌নে আমি জামা খুলতে রাজি নই। আচ্ছা আপনি আসুন, বিদুর সঙ্গে আমার কিছু গোপন পরামর্শ আছে।

বৈখান—হ্যাঁ আমি চললাম, যজ্ঞের আয়োজন করতে হবে।

(প্রস্থান)

শকুন্তলা—আমিও যাই?

দুষ্মন্ত—না, তোমকে যেতে হবে না। শোন বিদু, আশ্রমপতির মতে আমি আশ্রমের আইন ভঙ্গ করেছি, কাজেই তিনি আমার

বিচার করবেন। একটা সভা বসবে সে জন্যে। তুমি হবে আমার পক্ষের উকিল।

বিদূষক—মহারাজ, চিরকাল নিজের ওকালতি ক'রে আসছি পরের ওকালতি করব কেমন ক'রে? বিশেষ ক'রে মহারাজের ওকালতি?

দুষ্মন্ত—ওকালতির ধরনটা তো এক।

বিদূষক—তা হ'লে কি হয়? ধরুন আপনাকে ওঁরা ফাঁসি দিতে চান। কিন্তু ফাঁসি ঝুলতে আমার খুব ভাল লাগে। আমি আপনার পক্ষে দাঁড়িয়ে বললাম মহারাজের ফাঁসির আদেশ হওয়াতে আমি বড় খুশী হয়েছি।

দুষ্মন্ত—রসিকতার সময় নেই এখন, তুমি প্রস্তুত হও।

বিদূষক—বললেন তো প্রস্তুত হও, কিন্তু আশ্রম-আইন ভাল ক'রে না জেনে কেস্ চালাব কি ক'রে? আশ্রম-অ্যাক্ট একখানা আমাকে দিতে পারেন?

দুষ্মন্ত—তা পারি। বিচারের আগে আমার সব প্রার্থনা পূর্ণ হবে, আশ্রমপতি আমাকে এই রকম ভরসা দিয়েছেন।

কণ্বের প্রবেশ

কণ্ব—মহারাজ, আপনার প্রস্তুত হ'তে এত দেরি হ'চ্ছে কেন?

দুষ্মন্ত—দেখুন, যে কোনো বিষয় ও-রকম টেম্পার দেখাবেন না। আপনাকে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। কখনো

বেশ সদয় থাকেন, কখনো অকারণ নির্দয় হ'য়ে ওঠেন, কেন বলুন তো ?

কণ্ব—কর্ত্তব্য কঠোর।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে সহজ কাজ একটা করুন। আমাকে একখানা আশ্রম আইনের বই দিন।

কণ্ব—আশ্রম আইন ব'লে আমাদের কোনো বই নেই। আমার কথাই এখানে আইন।

দুষ্মন্ত—তা হ'লে আপনি স্বেচ্ছাচারী শাসক—আপনি অটোক্র্যাট—বাস্ আর কিছু জানতে চাই না।

বিদু—মহারাজ, চুপ চুপ, ঐ বিশেষণটি কাউকে স্মরণ করিয়ে দেবেন না, আপনার বিরুদ্ধেও ওর প্রয়োগ হ'তে পারে।

দুষ্মন্ত—ধন্যবাদ।

কণ্ব—আমার বিচারক-সঙ্ঘ অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে বসে আছে —এইবার চলুন সেখানে।

দুষ্মন্ত—চলুন। ( সকলের প্রস্থান )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

বিচার সভা। সীমানা-সচিব, চরিত্র-সচিব, চাঁদা-সচিব, কড়ি-সচিব এবং অর্থ-সচিব নিজ নিজ আসনে বসিয়া আছে। কণ্ব, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা ও বিদূষকের প্রবেশ। সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কণ্বের ইঙ্গিতে পুনরায় আসন গ্রহণ করিল।

কণ্ব—মহারাজ বসুন। ( বসিল )

বিদূষক—( সঙ্ঘের সবার প্রতি ) ক্ষমা করবেন, আমি মহারাজের উকিল, আমি বিচারের আগে গোটাকত কথা জানতে চাই। বিচারক-সঙ্ঘকে আমি আগে দেখেছি, ওঁদের চাল-চলনও কিছু কিছু লক্ষ্য করেছি, ওঁদের সম্বন্ধে আমার কিছু কৌতূহল আছে। ওঁদের পরিচয় আমি জানতে চাই।

কণ্ব—হ্যাঁ তা জানতে পারেন। বিচারক-সঙ্ঘ, আপনারা আপনাদের পরিচয় দিন।

সীমানা-সচিব—আমি সীমানা-সচিব।

বিদূষক—তার মানে ?

সীমানা-সচিব—আশ্রমের সীমানা রক্ষা করি আমি। যদি কেউ এই সীমানায় ঢোকে তা হ'লে তাকে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অপরাধী করতে পারি।

বিদূষক—মহারাজ কি অনধিকার প্রবেশ করেছেন ?

সীমানা-সচিব—দশ হাজার ফুট। মানে যে জায়গা থেকে দক্ষিণ-পূব কোণে যাওয়া নিষেধ করা হ'য়েছিল সেই জায়গা থেকে দক্ষিণ-পূব কোণ দশ হাজার ফুট।

চরিত্র-সচিব—আমি চরিত্র-সচিব।

বিদূষক—অর্থাৎ?

চরিত্র-সচিব—আশ্রমে কেউ ঢুকেছে জানলে তার চরিত্র আমি পরীক্ষা করি। যদি সন্দেহ হয়, তার পিছনে লোক লাগাই। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ঢুকেছেন শুনে আমি কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করিনি।

কড়ি-সচিব—আমি কড়ি-সচিব।

দুষ্মন্ত—আপনি তো মশাই পকেট-মার। প্রথম দেখা হ'তেই আপনি সোজা আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলেন।

বিদূষক—আপনার কি কাজ?

কড়ি-সচিব—আমার কাজ হচ্ছে আশ্রমে কেউ এলে তার টাকাকড়ি আছে কি না তাই দেখা। উদ্দেশ্য চাঁদা আদায়।

চাঁদা-সচিব—আমি চাঁদা-সচিব। চাঁদা আদায়ের গুরু দায়িত্বটা আমার উপরেই দেওয়া হ'য়েছে। কড়ি-সচিবের আমি সহকারী।

দুষ্মন্ত—আপনি সব চেয়ে সাংঘাতিক লোক।

অর্থ-সচিব—আমি অর্থ-সচিব।

বিদূষক—কড়ি-সচিব তো একজন রয়েছেন।

অর্থ-সচিব—আমার কাজ অন্য রকম। এখানে যাঁরা কথা বলেন সেই কথার অর্থ করাই হচ্ছে আমার কাজ। সেই কারণেই আমার নাম অর্থ-সচিব।

কণ্ব—এইবার বিচার আরম্ভ হোক। বিদূষকের কিছু বলবার আছে?

বিদূষক—যথেষ্ট আছে, কিন্তু আপনাদের কথা আগে শুনতে চাই। আপনারা যদি মহারাজকে আগেই মুক্তি দেন তা হ'লে আমাকে আর কিছু বলতেই হবে না।

কণ্ব—সীমানা-সচিব, আপনার বক্তব্য বলুন।

সীমানা-সচিব—সীমানার দিক দিয়ে দেখতে গেলে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ করেছেন এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

বিদূষক—স্বীকার করা যায় কি?

সীমানা-সচিব—হ্যাঁ, স্বীকার করা যায়।

বিদূষক—তা হ'লে আর ঘুরিয়ে বলছেন কেন?

সীমানা-সচিব—কিন্তু মহারাজ জানতেন না এটা আশ্রম, সেই জন্যেই তাঁর অজ্ঞতা আমরা ক্ষমা করতে পারি।

বিদূষক—তা হ'লে বলতে চান মহারাজকেই ক্ষমা করতে পারেন?

সীমানা-সচিব—না তা বলিনি।

বিদূষক—তাই বলেছেন।

সীমানা-সচিব—বুঝিয়ে দিন কেমন ক'রে বলেছি।

বিদূষক—আপনি বলেছেন মহারাজের অজ্ঞতা ক্ষমা করতে পারেন। বলেননি ?

সীমানা সচিব—বলেছি।

বিদূষক—মহারাজের তা হ'লে আর বাকী রইল কি ?

কণ্ব—আপনি বলছেন মহারাজের সবটাই অজ্ঞতা ?

বিদূষক—সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। ওঁর জমিদারি ওঁর পৈত্রিক, কিন্তু ওঁর অজ্ঞতা উনি নিজে অর্জন করেছেন।

সীমানা-সচিব—আচ্ছা আপনার কথা মানছি। প্রথম অনধিকার প্রবেশ থেকে উনি মুক্ত হলেন। কিন্তু তার পরেও কথা আছে। তিনি আশ্রমে আসার পর যখন জানতে পারলেন দক্ষিণ-পূব কোণে যাওয়া নিষেধ, তখন সেটা তাঁর মানা উচিত ছিল। তিনি ইচ্ছে করেই সে নিষেধ অমান্য করেছেন। কাজেই দ্বিতীয় বারের অনধিকার প্রবেশ থেকে উনি মুক্ত নন।

বিদূষক—আপনি প্রথমে বলেছেন তিনি মুক্ত। আমি বলছি মুক্ত পুরুষের সর্বত্র অবারিত দ্বার। যিনি মুক্ত তিনি ঈশ্বরে বিলীন হয়েছেন।

দুষ্মন্ত—এ কথার আমিই প্রতিবাদ করি। আমি মুক্ত নই, তুমি জান আমার ঘরে আশীজন রাণী আছে !

বিদূষক—জানি বলেই বলতে জোর পাচ্ছি। বহুবন্ধন আর মুক্তির মধ্যে কোন তফাৎ নেই মহারাজ।

দুষ্মন্ত—তুমি একটা বৈদান্তিক প্যাঁচে ফেলে আমার সর্বনাশ ক'রো না।

বিদূষক—মহারাজ, নিজের সর্বনাশ নিজে ছাড়া আর কেউ করতে পারে না—বিশেষত আপনি ভারতবাসী, সে কথা ভুলবেন না।

চরিত্র-সচিব—মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছু সন্দেহ আছে। কারণ, মহারাজ—

বিদূষক—শুনুন, শুনুন, আপনি বিচারের অযোগ্য, আপনি বসুন।

চরিত্র-সচিব—বিচারককে অসম্মান করবেন না।

বিদূষক—মহারাজের চরিত্রে সন্দেহ আছে এ কথার মানে কি ?

চরিত্র সচিব—সন্দেহ হ'তে পারে না ?

বিদূষক—না। মহারাজকে একটুখানি লক্ষ্য করলেই সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মহারাজের চরিত্র আছে এমন কথা আপনাদের মতো কাঁচা লোকেই কেবল ভাবতে পারেন। চরিত্র ছাড়ুন, আর কি বলতে চান বলুন।

চরিত্র-সচিব—আমার আর কিছু বলবার নেই।

কড়ি সচিব—মহারাজের পকেট আমি সম্পূর্ণ শূন্য দেখেছি। কাজেই তাঁর অনধিকার প্রবেশ দ্বিতীয় বার সমর্থিত হ'ল। আমার জিজ্ঞাস্য, মহারাজের দেনা কত ?

বিদূষক—প্রশ্ন অবৈধ। আমি পাল্টা জিজ্ঞাসা করব, আকাশে নক্ষত্র কত ?

অর্থ সচিব—এতক্ষণ আপনাদের যে আলোচনা হ'ল, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে মহারাজ তিনটি অপরাধে অপরাধী। প্রথম অপরাধ প্রবেশ দ্বারা, দ্বিতীয় অপরাধ পকেট শূন্য রাখায়, তৃতীয় অপরাধ, দেনায়। এই তিনটি কারণে তিনটি অপরাধ, কিন্তু একই জাতীয় অপরাধ। এতে আরও প্রমাণ হয় মহারাজ মেরুদণ্ডহীন।

বিদূষক—মহারাজের একটি পরিচয় এতক্ষণ আমরা সবাই গোপন রেখেছি, এখন সেটা প্রকাশ করতে হ'ল। জেনে বিস্মিত হবেন যে মহারাজ বাঙালী।—অতএব মেরুদণ্ডহীনতা ওঁর অপরাধ নয়, বৈশিষ্ট্য।

কণ্ব—তা যদি হয় তবে ঐ অপরাধ থেকে উনি মুক্ত।—কিন্তু অন্য তিনটি অপরাধ যদি বিচারক সঙ্ঘের সবাই স্বীকার করেন তা হ'লে সবাই হাত তুলুন।

সবাই হাত তুলিল, বিদূষকও হাত তুলিল।

দুষ্মন্ত—বিদু তুমি ও-কি করছ ?

বিদূষক—যথার্থ কাজ করছি মহারাজ, হাত তুলছি।

দুষ্মন্ত— আমার বিরুদ্ধে ?

বিদূষক—আজ্ঞে না।

দুষ্মন্ত—না কি রকম ?

বিদূষক—আমি আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের বিরুদ্ধে হাত তুলিনি।

দুষ্মন্ত—তবে কেন হাত তুলছ ?

বিদূষক—বিচারটাকে অকারণ জটিল ক'রে তুলে লাভ কি? দেখছেন না, এঁদের ভোটের জোর কত বেশি?

দুষ্মন্ত—তুমি কোনো চেষ্টাই করবে না?

বিদূষক—চেষ্টা করলে মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে।

দুষ্মন্ত—তুমি দণ্ডের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে না?

বিদূষক—অনুরোধ-উপরোধ ক'রে না বাঁচানোই ভাল। এখন পায়ে ধরা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কিন্তু তার চেয়ে কি মরা ভাল নয়?

উত্তেজিত বৈখানের প্রবেশ।

কণ্ব—কি সংবাদ বৈখান?

বৈখান—আমি তো কোনো দিকই সামলাতে পারছি না। শান্তি-যজ্ঞের আয়োজন করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হবে বলে আর বিশ্বাস হচ্ছে না।

কণ্ব—কেন, শান্তি-যজ্ঞ কেন?

বৈখান—ভীষণ বিপদ! শকুন্তলা, অনসূয়া আর প্রিয়ংবদার আজ মৃত্যু-যোগ। কিন্তু অনসূয়া আর প্রিয়ংবদাকে মহারাজের ড্রাইভার আর ক্লীনার কোথায় নিয়ে স'রে পড়েছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

দুষ্মন্ত হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল, সবাই বিস্মিত ভাবে সেদিকে চাহিল।

দুষ্মন্ত—( হাসিতে হাসিতেই ) বিদূ—

বিদূষক—প্রাণ খুলে হাসুন মহারাজ, কেননা বুদ্ধিমানেরা বলে, দলের লোক দেখলেই দলপতিকে চেনা যায়।

কণ্ব—যাও বৈখান, তাদের খুঁজে বা'র করার চেষ্টা কর। আমি মহারাজকে নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি।

বৈখান—তাই চলি। কিন্তু পাব বলে ভরসা হয় না। ( প্রস্থান )

কণ্ব—বিচারক সঙ্ঘ, আপনারা জানেন, মহারাজ যে অন্যায় করেছেন তা অত্যন্ত গুরুতর। তাতে যাবজ্জীবন কারাবাস থেকে মৃত্যু-দণ্ড সবই হ'তে পারে। যদি অপরাধ সম্বন্ধে আপনাদের লেশমাত্র সন্দেহ থাকে তবে মহারাজ মুক্তি পাবেন। কিন্তু যদি সন্দেহ না থাকে তা হ'লে কোন্ শাস্তি আপনাদের পছন্দ সেটা আমাকে জানান।

সীমানা-সচিব চরিত্র-সচিবের কানে, চরিত্র-সচিব কড়ি-সচিবের কানে, কড়ি-সচিব চাঁদা-সচিবের কানে এবং চাঁদা-সচিব কণ্বের কানে তাদের অভিমত ব্যক্ত করিল। বিদূষক কণ্বের মুখের কাছে কান পাতিল, কিন্তু কণ্ব কিছুই না বলিয়া কিছু সরিয়া গেল।

কণ্ব—এইবার আমি রায় প্রকাশ করছি। মহারাজকে তাঁর অপরাধের জন্য বিচারক সঙ্ঘ মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা ক'রেছেন।

দুষ্মন্ত—মৃত্যুদণ্ড! ( শকুন্তলা মুখ ঢাকিল )

কণ্ব—তিলে তিলে মৃত্যু। তার প্রথম পর্যায় এখুনি শুরু হবে।—বিচারক-সঙ্ঘ, আপনারা অন্তরালে গিয়ে সব ব্যবস্থা করুন।

ইহাদের সকলের প্রস্থান।

দুষ্মন্ত—( প্রায় কাঁদিয়া ) বিদু, এরা আমাকে হত্যা করবে। শকুন্তলা, এই শেষ !

বিদূষক—এ হত্যা নয়, বলি। এই বলি যদি নির্ভয়ে গ্রহণ করেন তা হ'লে এটা হবে আত্মবলি। আত্মবলির মতো পুণ্য কাজ আর নেই।

দুষ্মন্ত—শকুন্তলা···আমাকে বিদায় দাও।·· এই আমার ( পকেট হইতে ছোট খাতা বাহির করিয়া ) এই নোট বইখানা রাখ। এতে আমার অধিকাংশ রাণীর নাম লেখা আছে। তুমি আমার মৃত্যুর পর তাদের কাছে একখানা বড় চিঠি লিখে তাদের সব বুঝিয়ে দিও। তারা যেন আমাকে ক্ষমা করে।

শকুন্তলা—( চোখ মুছিয়া ) তা লিখব। আর কি আপনার কিছু প্রার্থনীয় নেই ?

দুষ্মন্ত—মনে পড়ে না। সব আমার চোখের সামনে ঘুরছে; তুমি ঘুরছ, বিদু ঘুরছে, আশ্রমপতি আর এরা সবাই ঘুরছে !··· এখন আর কি চাইব শকুন্তলা !···ও ঠিক। একটি জিনিস বড় ভুল হয়ে গেছে। ( চোখ মুছিয়া কণ্বের দিকে ) আপনি-সাম্ বলেছিলেন মৃত্যুদণ্ড হ'লে আমাকে সোমরস খাওয়াবেন।

কণ্ব—রক্ষী, সোমরস নিয়ে এসো। ( রক্ষী বোতল লইয়া প্রবেশ করিল ) খান।

দুষ্মন্ত বোতল ধরিয়া চোঁ চোঁ করিয়া শেষ করিল এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

দুষ্মন্ত—খাসা জিনিস তো মশাই, মন বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠছে।

কণ্ব—মহারাজ, আপনি কিছু আগে শকুন্তলার হাতে বাতের ব্যথা আবিষ্কার করেছিলেন মনে আছে ?

দুষ্মন্ত—খুব স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু আপনি জানলেন কি ক'রে ?

কণ্ব—সে কথা থাক। শকুন্তলার হাতে কোথায় বাত ?

দুষ্মন্ত—( খপ করিয়া শকুন্তলার হাত ধরিয়া ) এইখানে সার্।

কণ্ব—ঐ খানটায় চেপে ধরুন।

দুষ্মন্ত—আজ্ঞে চেপেই ধরেছি।

কণ্ব—এইবার প্রস্তুত হোন।

দুষ্মন্ত—আমি প্রস্তুত। আত্মবলি দান করতে প্রস্তুত। এখন মনে স্ফূর্তি জেগে উঠেছে, আমার আর কিছুতেই ভয় নেই। ( হঠাৎ ভিন্ন সুরে ) কিন্তু···আমি এ কি বলছি···আমি মরতে চাই না, যদি দণ্ড দিতেই হয় আমাকে মেরুদণ্ড দিন, আমার মেরুদণ্ড নেই।

কণ্ব—মেরুদণ্ড কেউ কাউকে দিতে পারে না। প্রহরী, এঁকে আর শকুন্তলাকে নিয়ে যাও বলিদান-ভূমিতে ; সেইখানে ঘাতকেরা সবাই উপস্থিত আছেন, তাদের হাতে এঁদের সমর্পণ কর।

রক্ষী—যথা আজ্ঞা। ( আদেশ পালন করিল, বিদূষকও গেল। )

কণ্ব একা দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল, সীমানা-সচিবের প্রবেশ।

কণ্ব—সব ব্যবস্থা পাকা তো ?

সীমানা-সচিব—অবশ্যই পাকা। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। বেশ মজাটা হ'ল কিন্তু।

কণ্ব—মজা তো বটেই।

সীমানা-সচিব—মহারাজ সরল বলেই এই সব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তাঁকে টেনে নেওয়া সহজ হ'ল।

কণ্ব—কিন্তু যা করা হ'ল, আমার মতে বিবাহের এইটেই প্রকৃত রূপ হওয়া উচিত।

সীমানা-সচিব—কেন?

কণ্ব—তিলে তিলে মৃত্যু শুরু হ'ল বিবাহের দিন থেকে। সেটা বিবাহের সময় স্পষ্ট ব'লে দেওয়াই ভাল।

সীমানা-সচিব—মহারাজ দুষ্মন্ত তো তা হ'লে ইতিমধ্যেই মৃত্যুর পথে অনেক দূর এগিয়েছেন, তিনি ইতিপূর্বে বহু বিবাহ করেছেন।

কণ্ব—কিন্তু আশ্রমে এসেই যে তাঁর জন্মান্তর ঘটেছে, এখানকার নবজীবনের সঙ্গে মৃত্যুও যোগ করে দেওয়া হ'ল নতুন ক'রে। কিন্তু তুমি অনুপস্থিত থাকলে তো চলবে না, তুমি ফিরে যাও।

সীমানা-সচিব—আপনি?

কণ্ব—আমার এখনও সময় হয়নি, সব শেষ হ'লে যাব।

সীমানা-সচিব—তা হ'লে চললাম আমি। ( প্রস্থান )

কণ্ব—আমারও যেন এই সঙ্গে জন্মান্তর ঘটল। নিজে হাতে গড়া জিনিস আজ ভেঙে চূর্ণ চূর্ণ ক'রে ধূলোয় ছড়িয়ে দিলাম। দুঃখ হচ্ছে খুবই, কিন্তু আনন্দও কম পেলাম না। এই হাতে— এই হাতে গড়েছি সব—আবার এই হাতেই—

চঞ্চলভাবে মেট্রনের প্রবেশ, আসিয়াই সে কণ্বের হাত চাপিয়া ধরিল।

মেট্রন—এই হাত আমি ছাড়ব না আশ্রমপতি, আপনি আমাকে ভোলাচ্ছেন, আপনি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছেন, আমার জন্তে কিছুই তো করলেন না।

কণ্ব—হাত ছাড়ুন মেট্রন, হাত ছেড়ে আমার কথা শুনুন, আমি ফাঁকি দিইনি।—আমার এই হাতে আজ—

মেট্রন—হ্যাঁ, ঐ হাত আমি এখন ছাড়ছি না—তার আগে সব শুনতে চাই। আমি এবারে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি, আমি এখন মরীয়া! যা হয় এইবার ক'রে ফেলুন, আমি আর সইতে পারছি না।—( কণ্বের হাত বগলদাবা করিয়া ধরিল )।

কণ্ব—উত্তম। কিন্তু আপনি সর্বস্ব ত্যাগেব জন্য প্রস্তুত তো? সব ত্যাগ করতে পারবেন?

মেট্রন—সব?

কণ্ব—সব। তবে একটি জিনিসের অর্ধেক ত্যাগ করলেই হবে।

মেট্রন—কিসের অর্ধেক?

কণ্ব—আপনাকে 'আশ্রম' ছাড়তে হবে।

মেট্রন—কিন্তু আশ্রমই তো ছাড়তে চাই না, আশ্রম ছাড়লে তো সবই গেল!

কণ্ব না, সব যাবে না। 'আশ্রম' গেলেও 'পতি' থাকবে।

মেট্রন—কি বলছেন, আশ্রমপতি?

কণ্ব—'আশ্রম' বাদ দিয়ে শুধু 'পতি' বলুন।

মেট্রন—কাকে বলব ?

কণ্ব—এই হতভাগ্যকে, এ ছাড়া সমস্যা সমাধানের আর কোনো উপায় নেই।

মেট্রন—বলেন কি ? তা হ'লে তো হাত ঠিকই ধরেছি। ( মেট্রন খুশী হইয়া কণ্বের হাত ধরিয়া প্রায় ঝুলিতে লাগিল )

দুষ্মন্ত শকুন্তলার হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল, পশ্চাতে বিদূষক।

দুষ্মন্ত—( বীরের ভঙ্গীতে ) জীবনে এই প্রথম অপর লোকের আদেশে শাস্তি গ্রহণ করলাম। কিন্তু এবারে আমার আদেশ আপনাকে পালন করতে হবে। আমি আশ্রমের আবহাওয়ায় হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি রাজা, আমি এ আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট। সে ভুল আমার ভেঙেছে। আমার বংশমর্যাদা আমার বাহুবল, এ সমস্ত স্মরণ ক'রে আমি আপনাকে আদেশ করছি—এবং সে আদেশ আপনাকে পালন করতে হবে, আমি সহজে ছাড়ব না।

শকুন্তলা—( ভীতভাবে ) করছেন কি মহারাজ ?—

শকুন্তলা দুষ্মন্তের হাত টানিয়া ধরিল, অন্যদিকে মেট্রন অমঙ্গল আশঙ্কায় কণ্বের হাত টানিয়া রাখিল।

দুষ্মন্ত—( হাত ছাড়াইয়া ) তুমি আমাকে বাধা দিও না।

বিদূষক—সোমরসের ক্রিয়া !

কণ্ব—হাত ছাড় মেট্রন, আত্মরক্ষা করতে দাও

দুষ্মন্ত—শুনুন আশ্রমপতি, আমি আদেশ করছি—

কণ্ব—কি আদেশ ?

দুষ্মন্ত—আদেশ করছি—( সহসা সুর বদলাইয়া ) আপনার পায়ের ধূলো দিন। এসো শকুন্তলা, আমরা দুজনে ধূলো ভাগ ক'রে নিই।

কণ্ব—আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আমার সঙ্গে এঁর ( মেট্রনকে দেখাইয়া ) পায়ের ধূলোও নিতে হবে।

দুষ্মন্ত—কেন ?

কণ্ব—আমি সজ্ঞানে আত্মহত্যা করেছি।

দুষ্মন্ত শকুন্তলা বিস্মিতভাবে মেট্রনের দিকে চাহিল, বিদূষক কণ্বের খুব কাছে আসিয়া কণ্বের চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা মেট্রনের পদধূলি লইল।

বিদূষক—তা হ'লে বেঁচে রইলাম শুধু আমি, কিন্তু এই সুযোগে একটা দায় মুক্ত হ'তে চাই। একটু অপেক্ষা করুন। (ছুটিয়া বাহিরে গিয়া আটার পুঁটুলিটি আনিল ) এই প্রীতি উপহারটি গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করুন। এর মধ্যে তিন সের আটা আছে।– ( মেট্রন চমকিয়া উঠিল )

ড্রাইভার, ক্লীনার, অনসূয়া ও প্রিংবদাকে লইয়া বৈখানের প্রবেশ।

বৈখান—আশ্রমপতি, এদের পেয়েছি খুঁজে, কিন্তু বাচাতে পারিনি, এরা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

কণ্ব—পড়েছে বেশ করেছে, আশ্রম এবারে বন্ধ করে দাও। শুধু একটি কথা মহারাজকে বলব। শুনুন মহারাজ, ( খুব গর্বিত ভাবে ) আমরাও বাঙালী।

দুষ্মন্ত—সাধু, সাধু, বাঙালীকে বাঙালী না মারলে কে মারবে? আসুন তা হ'লে এই উপলক্ষেই আনন্দ করি।

জুনিয়র ছাত্রীরা আসিয়া গান ধরিল

গান

এক লগনে মরল সবাই
বিধির লিখন খণ্ডাবে কে?
বেঁকবে যেজন রোখ ধরেছে
শেষকালে সে যাবেই বেঁকে।
খুশী যে হয় পেয়ে শাস্তি,
তার কপালে সুখ শান্তি
ঠেকে যেজন শিখল না কো
সে কি আর তাই শিখবে দেখে।

যবনিকা

শ্রী... [illegible]

৩০শে অক্টোবর ১৯৪২ তারিখে দুষ্মন্তের বিচার
বেতার কেন্দ্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন

## পুরুষ-ভূমিকা

দুষ্মন্ত—শ্রীজহর গাঙ্গুলি
বিদূষক—শ্রীরঞ্জিৎ রায়
কণ্ব—শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
ড্রাইভার—শ্রীতারা ভট্টাচার্য্য
ধীবর—শ্রীমণি ঘোষ
বৈখান—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
মেট্রনের ভাই—শ্রীবিদ্যুৎ চন্দ্র
চরিত্র-সচিব—শ্রীমণি মজুমদার
সীমানা-সচিব—শ্রীসুনীল ঘোষ
কড়ি-সচিব—শ্রীযতীন দাস
অর্থ-সচিব—শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য
লিপিকার—শ্রীবেচু সিংহ

পুরোহিত, প্রহরী

## স্ত্রী-ভূমিকা

শকুন্তলা—শ্রীমতী রাণীবালা
অনসূয়া—শ্রীমতী রেণুকা রায়
প্রিয়ংবদা—শ্রীমতী চুনিয়াবালা
মেট্রন—শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী

ছাত্রীগণ—শ্রীমতী সরসীবালা, শ্রীমতী দুর্গাদেবী ইত্যাদি।

পরিচারিকা।

Naba Kumar Garai.

## প্রথম সংস্করণ দুষ্মন্তের বিচার সম্পর্কে অভিমত

### প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০

উচ্চস্তরের সূক্ষ্ম হাস্যরসের ভোক্তা আমাদের দেশে যেমন বিরল, ততোধিক বিরল ঐ শ্রেণীর হাস্যরস-পরিবেশক। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী একজন ঐ বিরল শ্রেণীর হাস্যরস-স্রষ্টা।...নাম দেখে মনে হয় মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার প্যারডি, কিন্তু তা নয়। শকুন্তলা নাটকের পাত্রপাত্রীর নামগুলি অবলম্বন ক'রে দুষ্মন্ত রাজাকে একেবারে বিংশ শতাব্দীতে এনে যে উপভোগ্য মধুর হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তাতে রসিক গৌড়জন পরিতৃপ্ত হবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারও উপর ব্যঙ্গশ্লেষ নেই, ইংরেজীতে যাকে বলে 'আউট অব নাথিং' সেই 'আউট অব নাথিং' থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টি গড়ে তুলেছেন—তবু সাহিত্যক্ষেত্রে আকাশকুসুমের মত নয়; রূপ রস গন্ধে পরিমলবাবুর সৃষ্টি পরম উপভোগ্য।

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

### পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৫০

প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক পরিমল গোস্বামীর লেখা এই নাটকটি বেতারকেন্দ্রে অভিনীত হয়েছিল। অন্যত্র অভিনীত হয়নি শুনে দুঃখিত হওয়ার কথা, কেননা নাটকটি সর্বাংশেই অভিনয়ের উপযুক্ত হয়েছে ব'লে মনে হ'ল।... গানগুলি সুমধুর হয়েছে। বিদূষকের চরিত্রটি চমৎকার জমেছে। কূট লজিক ও অপ্রত্যাশিত ভাঁড়ামি বিদূষক দিয়েছেন প্রচুর। দুষ্মন্ত প্রেমের জগতে licensed freebooter; বহুবল্লভ, ব্যস্ত, ভ্রামর প্রেমের কাছে কত অনাঘ্রাত সযত্নে রক্ষিত যৌবনপুষ্প আত্মদানের জন্য যে কি রকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে (হায়রে ঔপন্যাসিক মধ্যযুগ!), তারই একটা দিক লেখক দুষ্মন্ত-শকুন্তলা সংবাদের ভেতর দিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন। অনসূয়া প্রিয়ংবদা এদেরও বরাতে পারিষদের প্রেম জুটলো। সতীপনা, নীতিপনা, আশ্রমপনার তলে তলে দুর্দমনীয় জৈব-মানসিক শক্তি নানা বিন্যাসে ক্রিয়া করছে—নিত্যকার ঘটনা

তার প্যাঁচোয়া দুষ্টবুদ্ধির কাছে দমননীতির শোচনীয় পরাজয় পরিহাসেরই বিষয় কণ্বের সহিত মেট্রনের মিলনে আশ্রমের শান্তটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কেবল মহাপ্রাজ্ঞ বিদূষকই অনূঢ় রয়ে গেলেন।

হাস্যরসের সহিত নীতিবাগীশতার উৎকট সংমিশ্রণ নাটকটিতে নেই। এই জন্য নাটকটি উপভোগ ক'রে পড়লাম·······

—অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

## আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০-৫-৪৩

লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন নির্জলা কৌতুক সৃষ্টিই এই নাটকের উদ্দেশ্য। আমাদের মনে হয় লেখক এই উদ্দেশ্যে সফলকাম হইয়াছেন। কিন্তু নিছক কৌতুকের চেয়েও কিছু বেশি এই নাটকে আছে। মূলতঃ ইহা একখানা ব্যঙ্গ নাট্য। ব্যঙ্গ নাট্য উদ্দেশ্যমূলক। কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা মনোভাবকে বিদ্রূপের দ্বারা সংশোধন করিবার চেষ্টা ইহার মৌলিক অনুপ্রেরণা, বিবাহের ট্র্যাজেডি মুখ্য প্রেরণা।

দুষ্মন্তের বিচার নাম শুনিয়া পাঠকের মনে হইতে পারে যে কালিদাসের নাটকের সঙ্গে ইহার কোনও যোগ থাকা সম্ভব। বাস্তবিক পাত্রপাত্রীর নামগুলি ছাড়া আর কোনও মিল দুই নাটকে নাই। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বদলে যে কোন আধুনিক নাম বসাইলে ব্যঙ্গের ক্ষতি হইত না; কিন্তু নির্জলা কৌতুক সৃষ্টির পক্ষে ক্ষতি হইত মনে হয়। প্রাচীন নাম থাকাতে নিছক কৌতুক আরও জমিয়া উঠিয়াছে।

## অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫-৪-৪৩

In 'Dushmanter Bichar" Sj Parimal Goswami has giver outstanding evidence of his whimsical humour. For shee wit this little play, parodying ( in names only ) the grea Sanskrit play of Kalidasa, will find favour with those wh can appreciate real humour.